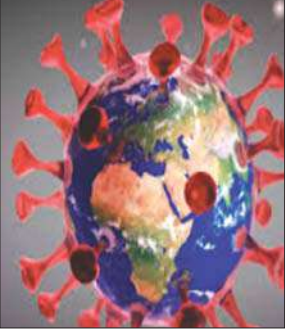


দেশে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ৩৭, ভয় ধরাচ্ছে নতুন সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৭। অন্যদিকে, মঙ্গলবার গোটা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০২৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় গোটা দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫ জন। তবে একদিনে একসঙ্গে একাধিক কোভিড আক্রান্তের মৃত্যু ভয় ধরাচ্ছে। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সবথেকে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছে গুজরাটে। সেখানে একদিনে নতুন করে



আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯ জন। অন্যদিকে, কেবল গুজরাটে বর্তমানে কোভিড রোগীর সংখ্যা ৩৭২। এর পরেই একদিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে কর্নাটক। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৮ জনের শরীরে কোভিড-১৯ এর সন্ধান মিলেছে। তবে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার নিরিখে প্রথম স্থানে কেরালা। সে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪১৬ জন। এর পরেই স্থান মহারাষ্ট্রের। মঙ্গলবার সে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৯৪ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে গুজরাট, চতুর্থ দিল্লি। সেখানে যদিও গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত বেশ কয়েক জন রোগী সেরে ওঠায় আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯৩।

বিভিন্ন দপ্তরে কতগুলো কমিটি রাজ্য সরকার তার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতগুলো কমিটি রয়েছে রাজ্য সরকার তার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে প্রতিটি দপ্তরে পাঠানো চিঠিতে কমিটিতে কতজন সদস্য রয়েছেন, তাদের নাম, ঠিকানা, কমিটি কি কাজ করছে, কতগুলি বৈঠক হয়েছে এবং কতগুলি রিপোর্ট জমা দিয়েছে চলতি সপ্তাহের মধ্যে তার বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে বলে নবাব সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দপ্তরে কাজেজমা নানারকম কমিটি তৈরি করা ছাড়াও আদালতের নির্দেশে বেশ কিছু কমিটি তৈরি করেছে।

পুরীর মন্দিরের অন্দরে কী ঘটছে? ফাঁস সোশাল মিডিয়ায়! স্ক্যানারে ‘বাঙালি’ নামধারী প্রোফাইল

পুরী, ৩ জুন ঃ ফের আলোচনার কেন্দ্র পুরীর জগন্নাথ মন্দির। এই মন্দিরের অন্দরে কী কী ঘটছে, সেসব গোপনীয় বিষয় ফাঁস হলো সোশাল মিডিয়ায়, যা একেবারেই মন্দিরের নিরাপত্তার পরিপন্থী। বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে তদন্ত। কে করল এমনটা? তদন্তকারীদের নজরে ফেসবুকে ‘ নামে একটি প্রোফাইল। তবে সন্দেহ, নামধারী প্রোফাইল আর আসল দেবী একই কি না। প্রোফাইল ঘেঁটে সেই তথ্যই বের করতে সচেষ্ট গোয়েন্দা বিভাগ। আপাতত বিষয়টি নিয়ে হুইইই শুরু হয়ে গিয়েছে।

কী এমন ঘটনা, যা নিয়ে এত চিন্তা জগন্নাথদেবের ভক্তদের? জানা যাচ্ছে, পুরীর মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিও সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম মণিদের চতুষ্রয় ধ্বজা লাগানোর প্রক্রিয়া। এই

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশেষ অধিবেশনে না, বিরোধীদের দাবি ওড়াল কেন্দ্র!



নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ বিরোধী শিবির যতই শোরগোল করুক না কেন, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে নারাজ মোদি সরকার। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী জুলাই মাসেই সংসদে শুরু হবে বর্ষাকালীন অধিবেশন। তার আগে কোনও বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা নেই বলেই জানা গেল সরকারি সূত্রে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জনের। সেই মৃত্যুর বদলা নিতে ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসের আতুঘরে হামলা চালায় ভারত। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর। যার জেরে দুই দেশের সামরিক উত্তেজনা চরম আকার নেয়। অপারেশন সিঁদুরের পর এই ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানায় কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও বিরোধীদের দাবির প্রেক্ষিতে মোদি সরকারের তরফে কোনও উচচাচ্য করা হয়নি। একই মানে বিদেশের মাটিতে দেশের সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান। আসলে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তানের তরফে দাবি করা হয়েছিল, তারা ভারতের রাফালে-সহ ৬টি যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই ইস্যুতে সিঙ্গাপুরে এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের মুখে পান সেনা সর্বাধিনায়ক। স্বীকার করে নেন পাক হামলায় যুদ্ধবিমান খুঁয়েছে ভারত। একইসঙ্গে তিনি বলেন, যেটা ইতিবাচক দিক তা হল আমরা আমাদের কৌশলগত ভুলটা তখনই বুঝেছি এবং ভুল শুধরে দুদিন পর আবার সেই কৌশল প্রয়োগ করেছি। আমরা সমস্ত যুদ্ধবিমান উড়িয়েছি এবং দূরের লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে তা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। সেনা সর্বাধিনায়কের মন্তব্যের পর বিতর্ক চরম আকার নেয়। এই ইস্যুতে বিশদে আলোচনার জন্য সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে সুব চান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে। অভিযোগ করেন, ‘ সরকার দেশকে বিভ্রান্ত করছে। যুদ্ধের কুয়াশা এখন ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে।’ তবে বিরোধী শিবির সুব চ্যাওড়ে এখনই কেনেও বিশেষ অধিবেশন ডাকতে একেবারেই নারাজ কেন্দ্র। সরকার মনে করছে, এই মুহুর্তে বিশেষ অধিবেশন ডাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। আগামী জুলাই মাসেই সংসদে শুরু হবে বর্ষাকালীন অধিবেশন। যা কিছু আলোচনা তা সেখানেই হতে পারে। সবমিলিয়ে বিরোধী শিবির যতই সরব হোক না কেন, এই ইস্যুতে তাদের খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ মোদি সরকার।

বিজেপির অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রচারকে কটাক্ষ ভগবন্ত মানের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ অপারেশন সিঁদুরকে হাসির খোরাক বানিয়ে ছেড়েছে বিজেপি। এবার কী ‘এক দেশ, এক স্বামী’ প্রকল্পের সাক্ষী হবে দেশ? এই ভাষাতেই গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা ভগবন্ত মান। দেশজুড়ে নিচুতলার বিজেপি নেতারা তো বটেই, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। ‘রক্ত নয়, শরীরে সিঁদুর বইছে’, এমন মন্তব্যও করেছেন মোদি। লুথিয়ানায় পুননির্বাচনের আগে মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে মনে বলেন, অপারেশন সিঁদুরের নামে ভোট ভিক্ষে করছে বিজেপি। এরা ‘ হাসির খোরাক বানিয়ে ছেড়েছে। বাড়ি বাড়ি সিঁদুর পাঠাচ্ছে। আনবার কি মোদির নামে সিঁদুর পাঠাচ্ছেন? এটা কী এক দেশ, এক স্বামী প্রকল্প? পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন ভারতীয়কে হত্যার পর পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায় ভারত। ওই অভিযানের নাম ছিল অপারেশন সিঁদুর। রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে অপারেশন সিঁদুরে নরে ৳ মোদি সরকারের সাফল্যের প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। এর মধ্যেই কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রচারের অংশ হিসাবে বাড়িতে বাড়িতে ‘ পাঠাবে গেরুয়া শিবির। যদিও প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এই প্রতিবেদনকে ভুলো বলে জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বঙ্গসফরেও মোদির ভাষণে ঘুরেফিরে এসেছে অপারেশন সিঁদুর। ভারতীয় সেনার সাফল্য নিয়ে ‘ পেটানো’ মোদিকে তোপ দাগেনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে এবিষয়ে এখনি কিছু বলব না। বিজেপি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা যখন দেশের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। তখন নির্বাচনী রং লাগিয়ে রাজনীতির হোলি খেলতে এসেছেন বিজেপিরই লোক। আগে চাওয়ালা। তারপর চৌকিদার। আর এখন বলছেন সিঁদুর বোরেনা। যা, বোনের সিঁদুর এভাবে বোচা যায় না। প্রত্যেক মহিলা তাঁর স্বামীর হাত থেকে সিঁদুর নেন। এমনভাবে বলছেন মোদি যেন আপনি সকলের স্বামী। মোদি কেন নিজের স্ত্রীকে সিঁদুর পরাচ্ছেন না?

প্রক্রিয়া অত্যন্ত গোপনীয়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন পালিত হয়ে থাকে মন্দিরে। তার জন্য পৃথক কর্মী আছে। কতিন এই পদ্ধতির কোনওরকম ছবি, ভিডিও তোলা



একেবারেই নিষিদ্ধ। অথচ সোশাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে ধ্বজা পরিবর্তনের ভিডিও। সেখানেই বিতর্ক। কীভাবে তা ফাঁস হল? তদন্তে নেমে পুলিশের নজরে এসেছে সুরজ বিশ্বাস নামে এক নোটজ্ঞের ফেসবুক প্রোফাইল।

হবে তার। এমনিতেই পুরীর মন্দিরের চারপাশে ড্রোন ওড়া নিষিদ্ধ করে অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার আগেই অবশ্য এহেন ভিডিও ফাঁস ঘিরে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে।

সিঁদুর নিয়ে বিশেষ অধিবেশন চাই’,মোদিকে চিঠি ১৬ দলের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ লাগাতার পাকিস্তানের জঙ্গি হানা, অপারেশন সিঁদুর এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি। সব কিছু নিয়ে সরকারের ‘ চায় বিরোধীরা। সেই লক্ষ্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিল একাবন্ধ বিরোধী শিবির। তৃণমূলের উদ্যোগে ‘এক হয়ে ১৬টি দল ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে। সরকারের উপর চাপ বাড়াতেই সম্মিলিতভাবে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের পরে সন্ত্রাসে মদতদাতা পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের তরফে বিদেশে যে ৩২টি সর্বদলীয় সাংসদ প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠানো হয়েছে তারা ফিরে আসার পরে জুন মাসের মাঝামাঝি সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি করছেন ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে তৃণমূল আগেই সরব হয়েছিল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফর থেকে প্রতিনিধিদল ফিরলে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি জানানোর পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে সরব

হয়েছে তৃণমূল। প্রায় ১৬টি রাজনৈতিক দল তথা ইন্ডিয়া



জেটকে নিয়ে এ বিষয়ে একসঙ্গে নিয়ে চলার ভাবনার ক্ষেত্রেও তৃণমূলই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।মঙ্গলবার এ নিয়ে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকে কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি-সহ ইন্ডিয়া জোটের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শরিক দলই যোগ দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দীর্ঘদিন বাদে এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের একজোট করা সম্ভব হয়েছে। আর সেটা হয়েছে

দিয়েছিল, তারা সম্মিলিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এই ১৬টি দলের বাহিরে আম আদমি পার্টি নিজেদের মতো করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, আমরা বিশেষ অধিবেশনের দাবিটা আমরা এ কারণেই করছি, কারণ সরকার সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। আর সংসদ বাদে এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের একজোট করা সম্ভব হয়েছে। আর সেটা হয়েছে

মোদির ‘কুৎসার পাল্টা প্রচারে ‘বুথ চলো’ আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জুন ঃ ছবিবশের বিধানসভা ভোটের দামামা প্রায় বেঝে গিয়েছে বলা যেতেই পারে। গত সপ্তাহে রাজ্যে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি সেই দামামা বাজিয়ে ইথএয়ছেন বলা যায়। তিনি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে জোড়া সভায় তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে একের পর এক তির ছুড়েছেন। তার বেশিরভাগটাই কুৎসা ও অপপ্রচার বলে দাবি করছে রাজ্যের শাসকদল। এবার প্রধানমন্ত্রীর সেই ‘কুৎসার জবাব দিতে পাল্টা ‘বুথ চলো’

কর্মসূচি নিতে চলেছে তৃণমূল। এর জন্য পাঁচ ভাষায় লিফলেট ছাপানো হবে। তা বুথে বুথে জনগণকে বিলির কাজ করবেন দলীয় কর্মীরা। এই কর্মসূচির মাঝে জেলায় যেতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে জোড়া সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সভা থেকে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। আর তারপরেই জেলায় বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক পাদদ চড়তে শুরু করে। তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলেও এই

জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যান পুনরায় দায়িত্ব পেয়েছেন। তারপূর মঙ্গলবার এই প্রথম বৈঠকে বসল তৃণমূল। জেলা তৃণমূলের সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের সরকারি টাকায় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সভা করছেন। আমরা আরটিআই করে এই সভায় বিপিসিএল (ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড) কত টাকা খরচ করেছে, তা জানতে চাইব। এয়ারপোর্ট, হাসপাতাল কিছুই দেননি প্রধানমন্ত্রী।

সুপ্রিম-বিধি না মেনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৪ শিক্ষা অধিকর্তাকে আদালত অবমাননার নোটিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ ২০২৫ সালে শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ইতমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিধি না মেনে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে, এই অভিযোগে এবার চার শিক্ষা অধিকর্তাকে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠানো হল। এক আইনজীবী তাঁদের এই নোটিস পাঠিয়েছেন বলে খবর। আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব,

কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়েছে। রাজ্য সরকারকে ওই ২৬ হাজার শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীকে নতুন করে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে।



সেইমতো গত ৩০ মে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত নির্দেশিকা মেনে সেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন চাকরিপ্রার্থী, আইনজীবীদের একাংশ। মঙ্গলবার তা নিয়ে হাই কোর্টে মামলাও হয়েছে।

একই দিনে একই ইস্যুতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব, দপ্তরের কমিশনার, স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মধ্যশিক্ষা পর্যায়ের সভাপতিকে আদালত অবমাননার অইনি নোটিস পাঠালেন এক আইনজীবী। নোটিসে উল্লেখ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করা হয়েছে। নির্দেশানুসারে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। OMR প্রকাশ করা হয়নি, ‘ পাশাপাশি ‘ নিয়োগ প্রক্রিয়া অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া

হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ২০২৫ সালের বিধি অনুযায়ী, অভিজ্ঞতায় বাড়তি নম্বর পাবেন পরীক্ষার্থীরা। তাও সুপ্রিম-নির্দেশের অবমাননা। ফলে সামগ্রিকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু বিধিভঙ্গের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রে চিন বাঁধ দিলে কী হবে? ‘ পাক ভূশিয়ারির জবাবে শাহবাজদের ভূগোল পড়ালেন হিমন্ত

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ সিন্ধুর জল বন্ধ হতেই বন্ধু চিনকে পাশে টেনে ব্রহ্মপুত্রের জল বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান। যদিও পাক হুঁশিয়ারিতে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় ভারত। বরং শাহবাজ শরিফদের অবাস্তর অস্তির হাড্ডি ভেঙে পাকিস্তানকে ভূগোলের পাঠ দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তথ্য দিয়ে তিনি জানানলেন, চিন ব্রহ্মপুত্র নদে বাঁধ দিলে অসুবিধা তৈরী দূর বরং সুবিধাই হবে ভারতের। আসলে নেহেরু আমলের সিদ্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার পর নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা পাকিস্তানের। একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সিন্ধুর শাহানদীগুলির

জলপ্রবাহ কমে যাওয়ায় পাঞ্জাব প্রদেশে ব্যাপক জলসংকট দেখা দিয়েছে। চায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জলও মিলছে না। গুরুত্বপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে পাক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাহবাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইহসান আফজল রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ভারত যদি পাকিস্তানের জল বন্ধ করতে পারে তাহলে চিনও ভারতের সঙ্গে একই কাজ করতে পারে।

মনে হয় সেটা একেবারে ভালো কাজ হবে না। এমনটা চলতে থাকলে পৃথিবী জুড়ে নতুন এক যুদ্ধ শুরু হবে। এর জবাবে পাকিস্তানকে

ভূগোলের পাঠ পড়িয়ে এক্স হ্যাভেনে হিমন্ত লেখেন, ‘সিন্দু নদের যে জলপ্রবাহ তার মাত্র ৩০



থেকে ৩৫ শতাংশ চিন থেকে আসে। এই উস মূলত তিব্বতের হিমবাহ ও বৃষ্টিপাতের ফলে তৈরি হওয়া জল। অন্যদিকে এই নদের

পহেলগাঁও হামলার পর প্রথমবার, চলতি সপ্তাহেই কাশ্মীরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী!

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ পহেলগাঁও হামলার পরে একমাসেরও বেশি কেটে গিয়েছে। তারপরে কাশ্মীরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই শ্রীনগর-কাটরা রেলপথের উদ্বোধন করতে কাশ্মীর যাবেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল এই রেলপথের উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তা বাতিল হয়। তার তিনদিন পরেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে পহেলগাঁওয়ে। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে

রেলপথে জুড়তে চলেছে কাশ্মীর উপত্যকা। কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত রেলপথের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রথম ট্রেনটিই হতে চলেছে বিশেষ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। গত ১৯ এপ্রিল এই রেলপথের উদ্বোধন করতে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল মোদির। যদিও শেষ পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত সেই কর্মসূচি বাতিল করা হয়। রেলের তরফে জানানো হয়, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার কয়েকদিন পরে একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে।

যেখানে দাবি করা হয়েছে, পর্যটকদের উপর যে হামলা হতে পারে তার আগাম খবর গোয়েন্দারা দিয়েছিল। যদিও গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়, শ্রীনগরের পার্শ্ববর্তী জবরবান রেঞ্জের তলহাটিতে হোটেলের আশ্রয় নেওয়া পর্যটকদের উপর এই হামলা হতে পারে। সেইমতো ওই অঞ্চলে ব্যাপক সতর্কতা জারি করা হয়। তবে দীর্ঘ তল্লাশির পরও কোনওরকম সাফল্য না মেলায় ২২ এপ্রিল বন্ধ করা হয় তল্লাশি অভিযান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই একইদিনে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের নিশানা করে জঙ্গিরা। রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও কেন কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়নি, সেই নিয়ে মোদিকে তোপ দেগেছেন বিরোধীরা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে বলেছিলেন, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হতে পারে এমন একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তার ভিত্তিতেই নিজের শ্রীনগর সফর বাতিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আগে থেকে তথ্য ছিল তা সত্ত্বেও কেন পর্যাণ্ড ব্যবস্থা করা হল না? পহেলগাঁও হামলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেই সেখানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই সূত্রের খবর। সম্ভবত স্তুত্রবার অর্থাৎ ৬ জুন কাশ্মীরের প্রথম বর্ষদে ভারত উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন আধিকারিকরা। দেশজুড়ে নিচুতলার বিজেপি নেতারা তো বটেই, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। ‘রক্ত নয়, শরীরে সিঁদুর বইছে’, এমন মন্তব্যও করেছেন মোদি। এদিকে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেকেরই তাঁর সুর বদলের ইঙ্গিত পাচ্ছেন। দিন দুই আগেই বলছিলেন, আমরা এমিটিং জোট থাকলেও আমাদের বিচারধারা ভিন্ন। আর সেই বহুস্তর পরিচয়েই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন লড়াই এবার শোনা যাচ্ছে, বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনীবেশ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদেও ছেড়ে দিতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে বিহারের বিধানসভাতেও তালোচনা করতে পারেন তিনি।লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) সুপ্রিমো ও কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী ইক্ষফা দিতে পারেন, সে জল্পনা দিল্লিতেও ছড়িয়েছে।

লোকসান গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফলাফলটাই আসল বললেন সেনা সর্বাধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ অপারেশন সিঁদুরে ভারত যে যুদ্ধবিমান খুঁয়েছেন, সেটা তিনিই প্রথম সরকারিভাবে স্বীকার করেছেন। তবে সেই যুদ্ধবিমান খোয়ানোটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান। তিনি বলছেন, যে কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে লোকসানটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলাফলটাই আসল। পাকিস্তানের দাবি ছিল, অপারেশন সিঁদুরের পাগড়ী! রাফালে-সহ ভারতের ৬টি



যুদ্ধবিমান ভেঙেছে তারা। সেই দাবি নিয়ে, দেশের অন্দরে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও সরাসরি এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। যদিও সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, ক্ষয়ক্ষতি যুদ্ধের অঙ্গ। সেই ডামাডোলের মাঝেই শনিবার সিঙ্গাপুরে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেনা সর্বাধিনায়ক মেনে নেন, যে ভারত যুদ্ধবিমান খুঁয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বলে দেন, যুদ্ধবিমান ধ্বংসটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন সেটা ধ্বংস হল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। চিফ অফ ডিফেন্স স্ট্রাকের কথায়, যেটা ইতিবাচক দিক তা হল আমরা আমাদের কৌশলগত ভুলটা তখনই বুঝেছি এবং ভুল শুধরে দুদিন পর আবার সেই কৌশল প্রয়োগ করেছি। আমরা সমস্ত যুদ্ধবিমান উড়িয়েছি এবং দূরের লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে তা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। প্রত্যাপিতভাবেই সিডিএসের সেই স্বীকারোক্তিতে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়তে গিয়েছে। এতদিন কেন এই সভা গোপন করা হল? ভারতকে কোনও যুদ্ধবিমান খোয়াতে হল? এমন হাজারো প্রশ্নে সরকারকে বিদ্ধ করছে বিরোধী শিবির। তবে জেনারেল অনিল চৌহান বলছেন, আমাদের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে লোকসান নিয়ে বেশি আলোচনা করা উচিত নয়। আমার মতে লোকসানটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যখন তুমি একটা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাও। সেটা যে কোনও মূল্যে জিততে চাও। কত উইকেট খুঁয়ে জিতলে সেটা জরুরি নয়। পূণের সাবিত্রিবাই ফুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল অনিল চৌহান বলছেন, আমাকে যখন আমাদের দিকের লোকসান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, আমি বলি সেটা একেবারেই জরুরি নয়। ফলাফলটাই একমাত্র জরুরি বিষয়। একই সঙ্গে সেনা সর্বাধিনায়ক বলেন, আমাকে যদি বলেন, আমি তথ্য দিয়ে দিতে পারি, কটা বিমান ধ্বংস হয়েছে, কটা রাত্তরে আঘাত করতে পেরেছি।

অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আপাতত বৃষ্টি চলবে, জারি সতর্কতা



নয়াদিিল্লি, ৩ জুন : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী ৪-৫ দিন অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, পূর্ব ও মধ্য ভারতে, পশ্চিমবঙ্গের টাইফ অঞ্চল এবং সিকিমে আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।এছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বাল্টিস্তান, মুজাফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত কেরল, মাহে এবং উপকূলীয় কর্ণাটকে একই রকম পরিস্থিতির পূর্বাভাস রয়েছে।

ভাষা বিতর্কে অস্বস্তিতে কমল হাসান, অভিনেতাকে ভৎসনা আদালতের



বেঙ্গলুরু, ৩ জুন : ‘ আপনি ইতিহাসবিদ?’ অভিনেতা কমল হাসানকে তীব্র ভৎসনা করল কর্নটিক হাইকোর্ট। আদালত সাফ জানিয়ে দিল, তিনি অভিনেতা হতে পারেন, কিন্তু কারও ভাবাবেগে আঘাত করার অধিকার নেই। সম্প্রতি তামিল থেকে কন্নড় ভাষার জন্ম বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অভিনেতা। তারপরই কর্নটিকে তাঁর ছবি নিষিদ্ধ করা হয়। পাশ্চাৎ আদালতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই সুনতে হল এই কথা। কর্নটিক হাইকোর্ট অভিনেতাকে তিরস্কার করে বলেছে, ‘আপনি ইতিহাসবিদ?’।

অমিত শাহকে কটুক্তি, একহাত নিলেন তথাগত



কলকাতা, ৩ জুন : ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটুক্তি করায় একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়া।সোমবার বেশি রাতে তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, মমতা। তার অন্যতম চে ড়ী কাকলীকে দিয়ে বলিয়েছেন, অমিত শাহ নাকি ওরাংওটাংয়ের মত চিংকার করেছে।উল্লেখ্য, এই কাকলীই পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডে নিগৃহীতা সুজ্ঞে জর্ডানের সম্বন্ধে নেয়ারা কটুক্তি করেছিল।আমি কখনো ওরাংওটাং দেখিনি, তাই আমার কৌতূহল আছে।১। ওরাংওটাং কি জঙ্ঘলমার্ক কাগাগণা ছবি একে সেটা কোটি টাকায় বিক্রি করতে পারে?২। ওরাংওটাং কি ঘুষ নিয়ে অযোগ্য লোকদের শিক্ষক বানাবার চেষ্টা করতে পারে?৩। ওরাংওটাং কি কল্যা, গন্ধ, বালি ইত্যাদি চুরি করে বহু কোটি টাকা বানাতো পারে?৪ অশোকবনে যে সব রাক্ষসীরা বন্দিনী সীতাকে পাহারা দিত তাদের বলা হত ‘চেড়ী’।

কাশ্মীরে শীঘ্রই আসছে ট্রেন, ৬ জুন সূচনা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

জম্মু, ৩ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৬ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী রেল স্টেশন থেকে কাশ্মীরগামী বহু প্রতীক্ষিত ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে গত ১৯ এপ্রিল কাটরা থেকে বারামুল্লা পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর, কিন্তু ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল প্রতি কূল আবহাওয়ার পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর



সফর স্থগিত করা হয়েছিল। তবে, এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।শ্রী মাতা বৈষ্ণো

দেবী রেল স্টেশন থেকে বারামুল্লা পর্যন্ত একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং বারামুল্লা থেকে

কাটরা পর্যন্ত ভার্চুয়ালি আরেকটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন ছাড়াও, চেনাব নদীর উপর বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর উদ্বোধন এবং আঞ্জ খাত্তর উপর ভারতের প্রথম কেবল স্টেইড সেতু এবং কাটরা স্টেডিয়ামে একটি জনসভায় ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরের অংশ। ৬ জুন উধমপুর বিমানবন্দর থেকে চেনাব সেতুতে পৌছানোর সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন চাইছেন বিরোধীরা, ইন্ডি জোটের বৈঠকে ঐক্যমত্য

নয়াদিিল্লি, ৩ জুন : সংসদের বিশেষ অধিবেশন চাইছেন বিরোধীরা, ইন্ডি জোটের বৈঠকে এ বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা। মঙ্গলবার ইন্ডি জোটের বৈঠকের পর তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও’ রায়েন বলেছেন, ১৬টি দল প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবিতে চিঠি লিখেছে। চিঠিতে পুঞ্জ, উরি, রাজৌরি এবং সংসদে অবাধ

আলোচনার কথা বলা হয়েছে। সরকার সংসদের কাছে দায়ী সংসদ জনগণের কাছে দায়ী। সেই কারণেই আমরা সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা দলগুলি হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, এআইটিসি, ডিএমকে, শিবসেনা (ইউবিটি), আরজেডি, জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স, সিপিআই

(এম), আইইউএমএল, সিপিআই, আরএসপি, জেএমএম, ভিসিকে, কেরালা কংগ্রেস, এমডিএমকে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-লেনিনবাদী) লিবারেশন। এএপি আজ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবে।ইন্ডি জোটের বৈঠকের পর, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাম গোপাল যাদব বলেন, আমরা জানতে চাই কোন কোন দেশ আমাদের সমর্থন

করেছে। ভারতের সমর্থনে একটিও দেশ এগিয়ে আসেনি। এটা উদ্বেগজনক। আমরা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন। জনসাধারণ মনে করছে, আমাদের যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার পর সারা বিশ্বে দেশের সম্মান কমে গেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য ভারতের ভাবাবেগে আঘাত করেছে ঃমনোজ ঝা

নয়াদিিল্লি, ৩ জুন : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যে উস্মা প্রকাশ করলেন আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা। মঙ্গলবার দিল্লিতে ইন্ডি জোটের বৈঠকের পর, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৫ দিনে ১৩টি বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেই বিবৃতিগুলি ভারতের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। একটি সম্প্রদায়, এবং একটি দেশ হিসাবে, আমরা

মর্মাহত। মনোজ ঝা আরও বলেছেন, যদি এর জন্য সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়, তাহলে আমরা এক ভাষায় কথা বলব। এটি সরকার এবং বিরোধী দলের বিষয় নয়, এটি জবাবদিহিতার বিষয়।ইন্ডি জোটের বৈঠকের পর কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্র সিং হুড়া বলেছেন, ইন্ডি জোটের ১৬টি রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রী মৌদীকে চিঠি লিখে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করেছে। পহেলগাম

সন্ত্রাসী হামলা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের সময়, সমস্ত বিরোধী দল আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং ভারত সরকারের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকা যখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল, তখন আমরা দাবি করছিলাম, সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোক যাতে সমস্ত দল আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে পারে। পহেলগাম থেকে শুরু করে

অপারেশন সিঁদূর, আমেরিকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পর্যন্ত, আমাদের সংসদে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। সন্ত্রাসবাদ নিমূল করার পদ্ধতি এবং সংসদে আমাদের পরবর্তী কৌশলগুলি নিয়েও আমাদের আলোচনা করা উচিত। এখন যেহেতু ভারত সরকার বিশ্বের সামনে তাদের মতামত তুলে ধরছে, আমি মনে করি সরকারের সংসদেও একই কাজ করা উচিত।

বন্দুক দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করা যাবে নাঃমেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৩ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যাগুলি বন্দুক দিয়ে সমাধান করা যাবে না, ফের একবার জোর দিয়ে বললেন মেহবুবা মুফতি। জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল পিডিপি-র সুপ্রিমো মেহবুবা মুফতি মঙ্গলবার গান্ডেবরাবলের ক্ষীর ভাবানী মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানান।তিনি সেখানে

সাংবাদিকদের বলেন, পিডিপি বিশ্বাস করে যে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যাগুলি বন্দুক দিয়ে সমাধান করা যাবে না। সন্ত্রাসবাদও এখানকার সমাধান নয়। এখানে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থাকা উচিত। আমাদের সমস্ত কাশ্মীরি পণ্ডিত কাশ্মীরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কখনওই অর্জন করা যাবে না।

বিহারে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেইঃতেজস্বী যাদব



পাটনা, ৩ জুন : বিহারে আইন-শৃঙ্খলা কিছু নেই। সেখানে আইন-শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পতন ঘটেছে। বিহারের শাসক দল তথা রাজ্য প্রশাসনের দিকে এমনই অভিযোগের আঙুল তুললেন তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমনই অভিযোগ করেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা

তেজস্বী যাদব।এদিন তিনি বলেন, বিহারে এমন একটি জেলাও নেই যেখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে না। বিহারে আইন-শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পতন ঘটেছে। জেলে পুলিশ নির্যাতারদের মারধর করেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিহারের জনগণের কথা ভাবেন না। রাজ্যে অপরাধ বাড়ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেবল নিজেদের ক্ষমতার কথা ভাবছেন বলেছেন।

সন্ত্রাসী যোগ, তিন সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত করলেন মনোজ সিনহা



শ্রীনগর, ৩ জুন : সন্ত্রাসী যোগ থাকার অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীরের তিনজন সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা সন্ত্রাসবাদী যোগসূত্রের

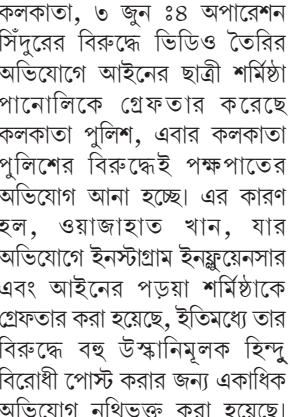
অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীরের তিন সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন। এই তিনজন হলেন, মালিক ইশফাক নাসির (একজন পুলিশ কনস্টেবল) আজাজ আহমেদ (একজন স্কুল শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক) এবং ওয়াসিম আহমেদ খান (একজন জুনিয়র সহকারী, শ্রীনগর)।

ছত্তিশগড়ে উল্টে গেল বিজেপি বিধায়কের কনভয়ের গাড়ি, মৃত চালক

কোভাগাঁও,৩ জুন : ছত্তিশগড়ে কোভাগাঁও জেলাতে উল্টে গেল বিধায়কের কনভয়ের একটি গাড়ি। জানা গিয়েছে,কেন্দ্রকল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নীলকণ্ঠ টেকামের কনভয়ের একটি গাড়ি সোমবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঠে উল্টে যায়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক ভবন শোরি (৪০) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে

বিধায়ক টেকাম রায়পুর সফর শেষে কেশখল ফিরে আসেন। এরপর কনভয়ের একটি গাড়ির চালক একাই বড়বস্তর গ্রামের দিকে রওনা দেয়। ফরাসগাঁও রোডের কাছে গাড়িটি হঠা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের মাঠে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু ঘটে।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার পর কেশকলে

শর্মিষ্ঠা পানোলিকে জেলে পাঠানো ওয়াজাহাত খানও সাধু নন, পুলিশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন



কলকাতা, ৩ জুন :৪৪ অপারেশন সিঁদুরের বিরুদ্ধে ডিডিও তৈরির অভিযোগে আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানোলিকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ, এবার কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ আনা হচ্ছে। এর কারণ হল, ওয়াজাহাত খান, যার অভিযোগে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এবং আইনের পড়য়া শর্মিষ্ঠাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে বহু উস্কানিমূলক হিন্দু বিরোধী পোস্ট করার জন্য একাধিক অভিযোগা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওয়াজাহাতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ।সোমবার রাত পর্যন্ত ওয়াজাহাত খানের বিরুদ্ধে অন্তত সাড়েটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলিতে সামাজিক মাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানি, হিন্দু দেবদেবী ও পল্লম্পরার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা পুলিশ সদর দফতর লালবাগারের সহিবার সেল এবং শহরের অন্যান্য থানায় এই অভিযোগগুলি দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারীরা ওয়াজাহাতের বিতর্কিত পোস্টও সংযুক্ত করেছেন। একজন অভিযোগকারী প্রস্ন মত্রে, যিনি একটি এনজিও পরিচালনা

করেন, প্রশ্ন তুলেছেন- যদি একজন ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে এত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাহলে ওয়াজাহাত খানের মতো একজনের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত নীরবতা কেন?২২ বছর বয়সী শর্মিষ্ঠা পানোলিকে ৩০ মে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ‘অপারেশন সিঁদূর’ সম্পর্কিত একটি ডিডিওতে মুসলিম শিল্পীদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন করার সময় তার বিরুদ্ধে কথিত সাম্প্রদায়িক ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারী ওয়াজাহাত খানের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৯ ধারার অধীনে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যদিও শর্মিষ্ঠা ১৫ মে ডিডিওটি সরিয়ে দেন এবং ক্ষমাও চেয়েছিলেন, তবুও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ১৩ জুন পর্যন্ত চিয়ার বিভাগীয় হোজাগুলি পাঠানো হয়েছে। এখন তার আইনজীবী কারাগারের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবের বিষয়ে আদালতে একটি আবেদন করেছেন।ওয়াজাহাত খানকে থিরে প্রশ্ন ওয়াজাহাত খান, যিনি কলকাতার সেন্ট থমাস স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং ‘রশিদি ফাউন্ডেশন’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত আছে, তিনি এখন নিজেই প্রশ্নের ঘোরটোপে রয়েছেন। তার সোশ্যাল মিডিয়া

অ্যাকাউন্ট থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক উস্কানিমূলক পোস্ট প্রকাশিত হয়েছে। এসবে উৎসাহ, মশিুর ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে উপহাস করা হয়েছে।গুয়াহাটি, দিল্লি এবং অন্যান্য শহরে ওয়াজাহাত খানের বিরুদ্ধে অন্তত চারটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি অভিযোগ শ্রী রাম স্বামিনাম পরিষদ দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে খানের বিরুদ্ধে সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।এটি লক্ষণীয় যে পানোলির গ্রেফতারের পরে, ওয়াজাহাত খান তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট লক করেছিলেন এবং অনেক পুরানো বিতর্কিত পোস্টও মুছে ফেলেছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যখন একটি ডিডিও-র বিষয়ে তৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তাহলে যে ব্যক্তি ক্রমাগত উসকানিমূলক পোস্ট করেছেন তার বিরুদ্ধে কেন কোনও দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে কলকাতা পুলিশ সদর দফতরের একাধিক দায়িত্বশীল আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সবাই নীরব ছিলেন।

রুমা গুহঠাকুরতার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর



কলকাতা, ৩ জুন : বিশিষ্ট অভিনেত্রী এবং গায়িকা রুমা গুহঠাকুরতার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

বন্দ্যোাপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী এবং গায়িকা রুমা গুহঠাকুরতার প্রয়াণ দিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিনি একটি সময়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেই সময়কেও শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তাঁর বিখ্যাত ‘ক্যালকাটা ই-থ কয়ার’ সর্বকালের লোকপ্রিয়তার সিদ্ধি পেয়েছে।

৬ জুন চেনাব সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী, জানালেন জিতেন্দ্র সিং



নয়াদিিল্লি, ৩ জুন : আগামী ৬ জুন চেনাব সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এমনটাই জানানেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ জুন চেনাব সেতুর উদ্বোধন করবেন। ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। আর মাত্র ৩ দিন বাকি! বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু, শক্তিশালী চেনাব সেতু, জম্মু ও কাশ্মীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।জিতেন্দ্র সিং আরও জানিয়েছেন, উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেলওয়ে লিঙ্ক-এর অংশ এই সেতু। প্রকৃতির কঠিনতম পরীক্ষা সহ্য করার জন্য নির্মিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৬ জুন চেনাব সেতু উদ্বোধন করবেন। নতুন ভারতের শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি গর্বিত প্রতীক!

বিহারে ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতে মৃত ৭ জন, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা বিহার সরকারের

সিওয়ান , ৩ জুন : বিহারের সিওয়ান জেলায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ৭ জনের। সোমবার সন্ধ্যার পর এই প্রাকৃতিক দুর্ঘট্যে প্রাণ হারান দুই মহিলা ও এক বৃদ্ধসহ ৭ জন। বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে, বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল ধসে পড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিহার সরকার মৃতদের পরিবারপুষ্ট ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি, যাদের ঘরবাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা চিহ্নিত করতে জরুরি ভিত্তিতে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিআরআই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শক্তিশালী স্তম্ভঃনির্মলা সীতারমন



নয়াদিিল্লি, ৩ জুন : কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন মঙ্গলবার দিল্লিতে ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্সটিটিউশ (ডিআরআই) সদর দফতরের নতুন ভবন উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্সটিটিউশ (ডিআরআই) জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল অভিভাবক। চোরচালান, মাদক পাচার অথবা অবৈধ বাণিজ্যের মতো ঝুঁকি থেকে দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ডিআরআই-এর ভূমিকা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন বলেন, ডিআরআই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী স্তম্ভ।

ঝাড়খণ্ডে গুলিবিদ্ধ মহিলার দেহ উদ্ধার , তদন্তে পুলিশ লাতেহার, ৩ জুন :ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলাতে এক মহিলার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে সদর থানার অন্তর্গত পরসই গ্রামের ডগনতোলায় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত্যুর নাম সুলেখা দেবী (৩০)। তিনি গৌরীখাড গ্রামের বাসিন্দা, সম্প্রতি ডগনতোলায় পৈতৃক বাড়িতে এসেছিলেন।স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সুলেখাকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। মহিলার পরিবারের দাবি, তাঁর সঙ্গে কারওরও কোনও শত্রুতা ছিল না। এক পুলিশ আধিকারিক জানান,মৃত্যার স্বামী নকশালদের সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার তদন্ত চলছে মনে হয়।

হিমাচলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা, ফের শুষ্ক হবে জম্মু-কাশ্মীর



শিমলা ও শ্রীনগর, ৩ জুন :কুল্লু ও মান্ডি-সহ হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জেলায় আগামী ৪৮ ঘণ্টা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুত্র, চাঞ্চা, কুল্লতে আগামী ২৪ ঘণ্টা বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাাও বুধবার চাঞ্চা, কাংড়া, কুল্লু এবং মান্ডির বিভিন্ন স্থানে ৪০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কিল্লৌর, লাহুল ও স্পিতি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরেও ৪ জুনের পর বদলে যাবে আবহাওয়া। ৪-৮ জুন মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি প্রত্যাশিত জম্মু ও কাশ্মীরে।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটি আপনার জন্য অদ্বুত ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখতে পাবেন। যোগব্যায়াম বা ধ্যান কেবল আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতিতে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই দিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করুন। এটি আপনার নিজেকে প্রকাশ করার এবং বাধা পেরিয়ে যাওয়ার সময়। সতর্ক থাকুন এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকুন।।
বৃষঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি কার্যকর অবস্থান বজায় রাখবেন। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনি অন্যদের সম্মতি পেতে সক্ষম হবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আপনার দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ওপর জোর দেওয়া হবে। সরল ও স্পষ্ট আচরণের উপর জোর দেওয়া হবে। নশ্রতা ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রজ্ঞা উপকৃত হবে। অর্থ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ততা বাড়বে।
মিথুনঃ আপনার সন্দেহ প্রকৃতি আপনাকে পরাজয়ের মুখ দেখাতে পারে। আজকের জন্যই বাঁচার আপনার যে প্রবণতা সেটিকে এবং বিনোদনের খাতে অত্যধিক খরচ করায় লাগাম দি। আপনার রচক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে।
কর্কটঃ আজকের দিনটি কর্কট রাশির জাতক জটিকারের জন্য সামগ্রিক ভাবে ইতিবাচক হবে। আপনি নিজেকে শক্তি এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ বোধ করবেন। এই সময়টি কোনও নতুন প্রকল্প বা ধারণা শুরু করার জন্যও অনুকূল।
সিংহঃ আজ আপনি আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে অস্বস্তিতে থাকতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন। আতঙ্ক এবং ভয় এড়িয়ে চলুন। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর সোমর দেওয়া হবে। সবাইকে ভালবাসুন এবং সম্মান করুন।।
কন্যাঃবন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। সামগ্রিক ভাবে, এই দিন নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন এবং আপনার অনুভূতি বুঝুন।
তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জীবনে মিশ্র প্রভাব বয়ে আনতে পারে।
বৃশ্চিকঃআজ আপনি ইতিবাচক পরিবেশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। সৃজনশীল কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। নতুন প্রচেষ্টা সবাইকে প্রভাবিত করবে। মানসিক অবস্থা দৃঢ় থাকবে।
ধনুঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আত বিরক্ত করতে পারে।।

মকরঃআপনার আবগেগু লি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাণ। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেষ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আপনি সন্তানদের বা আপনার থেকে কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকদের শৈর্ধ্য সঙ্গে সামলান।

কুম্ভঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলার উপর জোর দেবেন। আপনি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আপনার পক্ষ নেবেন।
মীনঃআপনার স্বয়ত্বলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কাজে আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমনকি বিদ্রোহ নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে এবার সময়ের আগেই বর্ষার আগমন হয়েছে, তবে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসতে আরও বেশ কিছু দিন দেরি হবে। কমপক্ষে আরও দিন দশেক সময় লাগতে পারে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমনের। আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজায় থাকবে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সুদূর খবর, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাত চলবে, তবে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, গুপ্তমোি গরম বজায় থাকবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যা ৫টা ০২মিনিটে। বৃষ্ণ পাত আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে আজ।

লন্ডনে দাঁড়িয়ে ফের পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি সমীকের

দূরস্ববর্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় প্রতিনিধি দল এখন বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাকিস্তান নিয়ে নিজ্দের অবস্থান জানানোর জন্য। তাদের একটি দল এখন আছে লন্ডনে। সমীক ভট্টাচার্য এদিন লন্ডনে বলেন, মার দিলে পালাটা মার খেতেই হবে। সীমান্তের ওপার থেকে একপক্ষ লাগাতার উসকানি দিলে, গোলাগুলি চালালে তাদের ঘরে ঢুকে মারবে অন্যপক্ষ। এভাবেই লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফের পাকিস্তানকে হুঙ্কার দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য তথা বিশেষ সফররত সংসদীয় দলের সদস্য শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, তোমরা গুলি চালালে আমরা তোমাদের ঘরে ঢুকে মারব। এদিন শমীকের বক্তব্যে উঠে আসে দেশভাগের কথা, জাতীয় সঙ্গীতে এক্কার বাঁধা। অর্ধেক পাঞ্জাব কিংবা অর্ধেক বাংলা নয়, গোটাটাই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল বলে মনে করেন তিনি। পহেলাগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানকে সবক শেখাতে ভারতীয় সেনার তরফে অপারেশন সিঁদুর চালানো হয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সীমান্তে ঢুকে জঙ্গি খাটগিলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।



সেই অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও সাফল্য বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সংসদীয় সর্বদলের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশে। তারা ‘সম্ভ্রান্তসী’ পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে লিকে দিকে তথ্যগ্রহণ-সহ প্রচার

পুরুলিয়ার আড়ম্বা রুকের রাস্তার অবস্থা সম্পূর্ণ বেহাল



দূরস্ববর্তা, পুকুলিয়া : পুকুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র অযোধ্যা। আর অযোধ্যা পাছাড় যাওয়ার অন্যতম রাস্তা আড়ম্বার শিরকাবাদ হয়ে। আর সেই আড়ম্বা রুকের নুনীয়া গ্রাম থেকে কদমপুর নদী পর্যন্ত কাটা রাস্তার বেহাল দশা। সামান্য বৃষ্টিতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় আশেপাশের গ্রামের মানুষদের। আড়ম্বা রুকের নুনীয়া, তানাসি সহ আশপাশের ১০-টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তাটি। আড়ম্বা কলেজ, আড়ম্বা থানা, আড়ম্বা বাজার হাট যাওয়ার শটকাট রাস্তা হাট হল কদমপুর দিয়ে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নুনীয়া গ্রাম থেকে কদমপুর নদী পর্যন্ত কাটা রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। নজর নেই প্রশাসনের। রাস্তার বেশিরভাগ জায়গায় রয়েছে পানানখদে ভরা, একটি বৃষ্টি হলেই জমা হচ্ছে জল, সমস্যা হচ্ছে যাতায়াতের। বেহাল রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় মানুষজন। এ বিষয়ে এলাকার বাসিন্দারা বলেন, নিত্য যাতায়াতের জন্য তাদেরকে এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। বর্ষার সময় তে এই রাস্তার এতাই বাজে অবস্থা হয়ে যায় যে এই রাস্তার উপর দিয়ে কোন সাইকেল, মোটরসাইকেল বা চার চাকা গাড়ি ও পেরোয় না। খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। স্কুল কলেজের পড়ায়ারও সমস্যার মধ্যে পড়েন। অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হলে অনেকটাই খুব পথে যেতে হবে তাদের। এতে কর্মক্ষেত্রে তাদের অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও ‘খাটিয়া’র ব্যাপক চাহিদা



দূরস্ববর্তা, পুকুলিয়া : খাটিয়ার সঙ্গে গ্রামবাংলার লোকজীবনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। খাটিয়াকে গ্রামবাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলা যায়। এখনও গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খাটিয়া দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে তো বটেই, এখনও গ্রামে গঞ্জে খাট পেতে অভূতখণা করা হয় অতিথিকে। গরমের দিনে খাটিয়া বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই এর মধ্য দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন বিক্রেতারা। শুধু গ্রামেই নয় খুব সহজেই খাটিয়াকে সরানো যায় বলে শহরারঞ্চলেও খাটিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়ে বিক্রেতারা বলেন, রকজ-রকট তাগিদে সারা বিভিন্ন জায়গা যেতে হয় তাদের। এই সমস্ত খাটিয়ার ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা দামে বিক্রি হয়। তাদের বিক্রি মোটামুটি ভালো রয়েছে। শুধুমাত্র গরমকালেই নয়, সারা বছরই খাটের প্রয়োজন হয়। এর ওজন কম। তাই গ্রামের পুরুষপাড়ে, গাছতলায়, বাড়ির বারান্দা যেকোনো জায়গাতেই খুব সহজে খাটিয়া নিয়ে চলে যাওয়া যায়। পুকুলিয়ার বিভিন্ন জায়গা যেমন বলরামপুর, বরাবাজার, মানবাজার সহ বিভিন্ন আরও কিছু জায়গাতে এই খাটিয়ার ব্যাপকহারে চাহিদা রয়েছে। তাই দূর দূরান্ত থেকে বিক্রেতারাও এখানে ছুটে আসেন। শুধু বাড়িতেই ব্যবহার নয়, এখন বাণিজ্যিকভাবেও খাটিয়াকে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধাবা এবং রেস্তোয়ারীতেও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এই খাটিয়া ব্যবহৃত হয়।

‘রাম নারায়ণ রাম’-এর প্রবক্তা বালক ব্রহ্মচারি



শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর জীবনের এক মহান দর্শন মস্তিষ্ক শীতল ও হৃদয়কে উক্ষ করে রাম নারায়ণ রাম এই অমোঘ মন্ত্রে জীবনের সব কষ্ট যেন লাঘব হয়ে থাকে এই মহান মন্ত্রেই লুকিয়ে রয়েছে বাঁচার রসদ আসলে এই রাম নারায়ণ রাম শ্রী চেতনাদেবকে প্রশ্নম জানানো এক মন্ত্র তিনি ভক্তদের বলেছেন জীবনের লক্ষ্যে ভালোবাবে বাঁচা, আনন্দে বাঁচা মানুষকে আনন্দে বাঁচার রাস্তা দেখাতেই আবির্ভাব হয়েছিলেন স্বয়ং বালক ব্রহ্মচারী।

৯ নভেম্বর ১৯২০ সালে (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৩ কার্তিক) ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মেছিলেন তাঁর আসল নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় তাকে শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীতে পরিণত করেছিল শ্রী চেতন্য মহাপ্রভুর মা শচীদেবী এবং শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী একই পরিবারের শ্রীশ্রী ঠাকুর এক আলাদা সত্তা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর মানপ্রেম, ধর্মীয় উদারতা, সত্যতা ছোটবেলা থেকেই জাগ্রত সমাজের সর্ব বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কথাই বারবার বলে এসেছেন তা প্রমাণ করেছেন জীবন দিয়ে।

কলকাতায় প্রথম কোভিডে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : আবার নতুনরূপে করোনা ছাড়াচ্ছে নাজা বিশ্বজুড়ে। তার প্রভাব পড়ছে আমাদের দেশেও। এমন কি কলকাতাতেও। চলতি বছরে এই প্রথম করোনায় রাজ্যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটা। যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ালো কয়েকজন। বেশ কিছুদিন ধরেই নতুন করে চোখ রাঙাচ্ছে করোনা। দেশে ইতিমধ্যেই মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চারহাজার। বাংলায় আক্রান্তের সংখ্যা চারশোর কাছাকাছি। তাদের মধ্যেই ছিলেন গত কলকাতার ৪৩ বছর বয়সী এই মহিলা। প্রথমে প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে আলিপুরের একটি বৈদ্যককার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। উপসর্গ থাকায় করোনা পরীক্ষা করা। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এরপর থেকেই ভেন্টিলেটরে ছিলেন তিনি। অবশেষে মৃত্যু হয় তাঁর। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে রিপোর্ট নিশ্চিত করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল মহিলা। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেপটিক শকে চলে গিয়েছিলেন ওই রোগী। উল্লেখ্য, নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে আমজনতকে সচেতন করা হয়েছে। আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে বারবার। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা আবার মাস্ক ব্যবহারের অনুরোধ করেছেন। শদি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট হলেই দ্রুত টেস্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডুয়ার্সে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দূরস্ববর্তা, ডুয়ার্স : বেশ কয়েকদিন ধরেই চুলসা চা বাগান সংলগ্ন শ্রমিক মহল্লায় চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এমনকি সন্ধ্যার পরেই সংলগ্ন এলাকায় ঢুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ছাগল, গুরুর। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে দুইদিন আগে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বসানো হয়। এরপর এদিন ভোরের চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান স্থল্য নীয়ার। কাছে গিয়ে দেখা যায় খাচা বন্দি হয়েছে চিতাবাঘ। এদিকে চিতাবাঘ খাঁচা বন্দি হওয়ায় কিছুটা স্তম্ভি ফিরেছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খুনীয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা এসে খাচা সহ চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সুস্থ থাকলে সেটিকে গরুম্বাা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, এর আগেও এই চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় একাধিক শ্রমিক জখম হয়েছিলেন। সেইসাথে একাধিক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দিও হয়েছে।

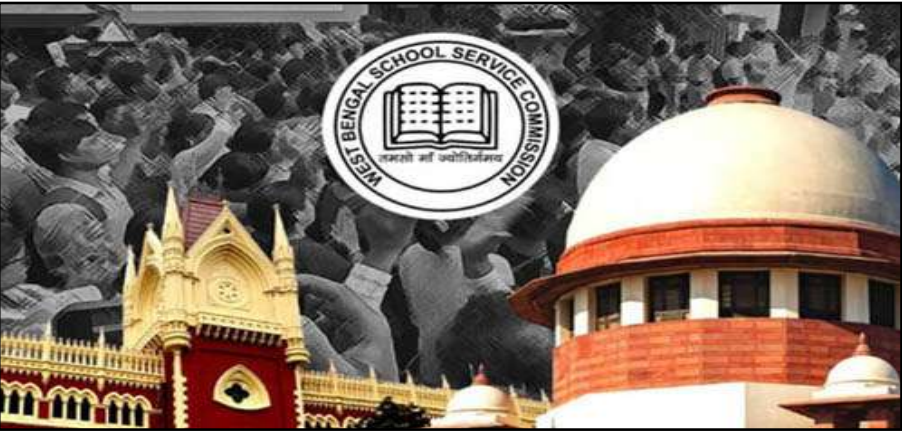
নিখোঁজ কাস্টমস আধিকারিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দূরস্ববর্তা, আলিপুরদুয়ার : নিখোঁজ কাস্টমস আধিকারিকের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া। গভীর রাতে নিখোঁজ হয়ে যান আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া কাস্টমস অফিসের ইন্সপেক্টর নারায়ণ বর্মন। ৪৩ বছর বয়সী ওই আধিকারিক শিলিগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বীরপাড়ায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তিনি। জানা গিয়েছে ওই রাতে শিশুবাড়ির একটি ধাবায় খাওয়া দাওয়া করে ঘরে ফেরেন তিনি। শনিবার সারাদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বীরপাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয় কাস্টমস বিভাগের পক্ষ থেকে। সোমবার বীরপাড়ার থানার লাইনে ভাড়া বাড়ির প্রায় ১০০ মিটার দূরে বোপঝাড়ে নারায়ণবাবুর পচাগলা দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত শুক্রবার প্রবল বৃষ্টির পর প্রাবিত হয়েছিল বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা। আশ্বা পার লাইন এলাকাটি জলের তলায় চলে যায়। ওই সমায় কোনও কারণে নারায়ণবাবু জলে পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করছেন বীরপাড়া থানার পুলিশ। তবে নারায়ণবাবুর পরিজনদের অভিযোগ, মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য রয়েছে। ঘটনায় তদন্ত দাবি করেছেন পরিবার।

কালিগঞ্জ বিজেপি প্রার্থী আশীষ ঘোষ

দূরস্ববর্তা, ৩ জুন : তৃণমূল দুনীতিতে জর্জরিত। বাবেদের সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগিতেই আমরা বাজিমাতে করব। কালিগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েই প্রতিক্রিয়া আশীষ ঘোষের। এদিন বিজেপি তরফে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে আশীষ ঘোষের নাম ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য তৃণমূল বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ মারা যাওয়ার পর ওই বিধানসভায় উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৯ তারিখে ভোট গ্রহণ। ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাদের প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের মেয়ে আলিফা আহমেদের নাম ঘোষণা করেছে। নাম ঘোষণার পর থেকেই তিনি মেয়েকে বিধানসভা এলাকায় প্রচারে নেনে পড়েছেন। তার ঠিক দুইদিন পর বিজেপি আসিস ঘোষকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলেন। কালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত দেবগ্রামে আশিস ঘোষের বাড়ি। বহুদিন ধরেই বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত। ২০০৮ সাল থেকে বেশ কয়েকবার দেবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমস্যা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

এসএসসির নয়া বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা



আবার ((েঞ্জ নিয়ে নতুন মামলা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে ((েঞ্জ। সুপ্রিম নির্দেশ মানা হয়নি। এই অভিযোগে এসএসসির নয়া বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে দায়ের হল মামলা। আগামী ৫ জুন শুনানির সভাবনা। ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশের পাশাপাশিই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল নতুন করে পরীক্ষা নিতে হবে। বৈধে দিয়েছিল সময়সীমা। তা মেনেই গত শুক্রবার

নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিই এবার আইনি জট। সুপ্রিম নির্দেশ মানা হয়নি। এই অভিযোগে তুলে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল মামলা। মামলাকারী লুবনা পারভিনের দাবি, ৪৪ হাজার নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি ও রুল প্রকাশ করা হয়েছে তার অবৈধ। বয়সের ছাড় থেকে অভিজ্ঞতার নম্বর, সব ক্ষেত্রে নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে বলেই দাবি তাঁর। প্রসঙ্গত, এসএসসির

আগের বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত পরীক্ষায় ছিল ৫৫ নম্বর। শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে ছিল ৩৫ নম্বর। ইন্টারভিউয়ে ক্ষেত্রে নম্বর ছিল ১০। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬০। শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে থাকবে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর। এখানে ২৫ নম্বর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই SSC-র বিরুদ্ধে একধিক অভিযোগ জানিয়ে কেস করা হয়েছে আদালতে।

অনুব্রতর ফোন কান্ড বিতর্কের মধ্যেই এবার আক্রমণাত্মক কাজল ঘনিষ্ঠ নুরুল ইসলাম



দূরস্ববর্তা, ৩ জুন : অনুব্রতর ফোন কান্ড বিতর্কের মধ্যেই এবার আক্রমণাত্মক কাজল ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের সিউডি-২ রুক সভাপতি নুরুল ইসলাম। তিনি বললেন, আশীষ ব্যানার্জিকে জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনো গালমন্দ করা লোককে তিনি এই পদে বসাননি। নাম না করে অনুব্রতকে কটাক করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধক্ষ তথা কাজল শেখ ঘনিষ্ঠ সিউডি-২ তৃণমূলের রুক সভাপতি নুরুল ইসলাম। তার বক্তব্য আশীষ ব্যানার্জিকে চেয়ারম্যান করাটা সঠিক সিদ্ধান্ত। আগামী বিধানসভা নির্বাচনটা আমাদের লক্ষ্য। অঞ্চল সভাপতি রাজ মুখার্জিকে খুনের চক্রান্ত হয়েছিলো বোলপুর থেকে এমনটাই দাবি নুরুল ইসলামের।

যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য



মঙ্গলবার সাত সকালে তিলের জমি থেকে যুবতীর গলা কাটা অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার রাণীনগর গ্রামে ভাটপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, মঙ্গলবার সকালে জমিতে চাষ করতে যায় গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা মাঠে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করে তিলের জমির মাঝখানে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবতীর গলাকাটা অর্ধনগ্ন মৃতদেহ পড়ে আছে। সাথে সাথেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেয়। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটি আসে পুলিশ। পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানাযায়, তিলের জমিতে একটি যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রঘুনাথগঞ্জের পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে জানাযায় পুলিশ সূত্রে। মৃতের বাড়ি কোথায়, এই ঘটনা কে বা কারা জড়িত তার তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

ধৃত ১৬ বাংলাদেশিকে আদালতে পাঠালো দিনহাটা থানার পুলিশ



দূরস্ববর্তা, দিনহাটা : রবিবার দিনহাটা ফলিমারী রেলস্টেশন থেকে ধৃত ১৬ বাংলাদেশিকে আদালতে পাঠালো দিনহাটা দিনহাটা থানার পুলিশ। আদালতে যাওয়ার সময় বাংলাদেশিরা বলেন তাদের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা বেশ কয়েক বছর আগে কাজের উদ্দেশ্যে ভারতের দিল্লি হরিয়ানা গাজিয়াবাদ সহ বিভিন্ন এলাকায় এসেছিল। তারা আরো জানায় তারা শুনেছিল পুলিশ নাকি বাংলাদেশীদের তাদের নিজের দেশে পাঠাচ্ছে সে জন্যই তারা স্ব ইচ্ছায় পুলিশের কাছে স্যারের ভার করেছেন। প্রসঙ্গত রবিবার গভীর রাতে দিনহাটা ফলিমারী রেলস্টেশন থেকে ১৬ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে ১৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ছয় জন পুরুষ চারজন মহিলা এবং ছয় জন শিশু রয়েছে। আরো জানা গেছে এই ১৬ জন দীর্ঘদিন ধরে উত্তর গুপ্ত ভারতের বিভিন্ন ইন্টভাটায় কাজ করত এবং পরবর্তীতে পুনরায় বাংলাদেশে ফেরার জন্য তারা দিনহাটার এই রুট বেঁছে নিয়েছিল। আর তারপরেই গতকাল দিনহাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তারা।

ডুয়ার্সের লোকালয়ে অজগর সহ অন্যান্য সাপের উপদ্রব বাড়ছে

দূরস্ববর্তা, ডুয়ার্স : বর্ষার মরসুম শুরু হতে না হতেই ডুয়ার্সের লোকালয়ে অজগর সহ বিভিন্ন রকম সাপের উপদ্রব বাড়ছে। রবিবার সকালে ডুয়ার্সের নাগরকটা রুকের সুখানী বস্তি থেকে উদ্ধার হলো অজগর। জানা গেছে, সুখানি বস্তির বাসিন্দা বিজয় রায়। তার বাড়ির সামনে রয়েছে মুরগির ঘর। এদিন সকাল থেকেই মুরগির ডাক ও মুরগি গুলোকে ছোটছুটি করতে দেখা যায়। এরপর মুরগি ছাড়তে গিয়ে চমকে উঠেন পরিবারের এক সদস্য। দেখেন মুরগির ঘরে ওটি পাকিয়ে রয়েছে একটি বিশালাকার অজগর। ভিতরে থাকা মুরগি সাবার করে পেট ফুলে ছিল অজগরটির। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন সর্পশ্রেমী সৈয়দ নঈম বাবুনকে। তিনি এসে বেশ কিছুক্ষণের স্টেয়ার অজগরটিকে উদ্ধার করেন। অজগরটি ইন্ডিয়ান রক প্রজাতির এবং লম্বায় প্রায় ৮ ফুট হবে বলে জানা গেছে। এলিকে অজগরটিকে দেখতে ডিড জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। অজগরটিকে বনগুপ্তের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে সর্পশ্রেমী সৈয়দ নঈম বাবুন জানান। বনগুপ্ত র সূত্রে জানা গেছে অজগরটি সুস্থ থাকলে ফের সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য গত কয়েক দিনে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও ছটি ম্যাগজিন সহ গ্রেফতার চার



দূরস্ববর্তা, ৩ জুন : গভীর রাত আবারও আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও ম্যাগজিন সহ সহ চার জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চর বট-টোলার কাছে মুর্শিদাবাদ এসওজি ও সাগরপাড়া থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানাযায়, শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরপাড়া থানার চর বট-টোলার কাছে অভিযান চালিয়ে দুটি মোটরসাইকেলে থাকা চারজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি ৭.৬২ এমএম আগ্নেয়াস্ত্র, একটি দেশি তৈরি পাইপ গান, ছয়টি ম্যাগাজিন ও মোট ২০টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া দুটি মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করে মুর্শিদাবাদের এসওজি ও সাগরপাড়া থানার পুলিশ। তারপর এই চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম গিয়াসউদ্দিন শেখ (৪৯), বাড়ি সাগরপাড়া থানা এলাকায়। মিনারুল শেখ(২৫), বাড়ি সাগরপাড়া থানা এলাকায়। মুকলেসুর মগুর(৫২), বাড়ি জলদী থানা এলাকায়। মারুফ শেখ, বাড়ি রানীনগর থানা এলাকায়। রবিবার ধৃত চারজনকে দশ দিনের পুলিশ হেপাডতের অবদন চেয়ে বহরনপুর জেলা ও দায়রা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করে দেখছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর



দূরস্ববর্তা, বনস্পতি দে, ভদ্রেশ্বর : দুই অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এলাকার বাসিন্দারা। নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে উত্তাল ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দননগর স্টেশন রেল লাইন লাগোয়া ঝুপরির বাসিন্দা বছর পনেরোয় এক নাবালিকা শৌচালয়ে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে টেনে নিয়ে যায় ওই এলাকারই চার যুবক। তাঁকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করে। এক যুবক প্রতিবাদও করে। তাঁকেও মারধর করে অভিযুক্তরা। বাড়ির লোকজনের কাছে সবটা খুলে বলে ওই নাবালিকা। খ বর চাউর হতেই ফোতে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার লোকজন বলছেন, যে যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁরা প্রত্যেকেই এলাকায় সমাজবিরোধী হিসাবে পরিচিত। এদিন সকালে এক অভিযুক্তকে দেখতে পেতেই চড়াও হন এলাকার বাসিন্দারা। ব্যাপক মারধর করা হয়। অভিযুক্তদের বাড়িতেও ভাঙচুর চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মারমুখী জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরইমধ্যে আরও এক অভিযুক্তকে আটক করে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে ইতিমধ্যেই নাবালিকার মা শ্রীলতাহানির লিখিত অভিযোগে দায়ের করেছে। দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তৃণমূলের প্রার্থীকে বাচ্চা মেয়ে বলে কটাক্ষ



নিজস্ব সংবাদ দাতা : বাম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ২০২৫-এ কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয় যুক্ত হতে এসেছি। জয়ী আমরাই হবে অপর্যকি তৃণমূল প্রার্থীকে আমরা কিছু মনেই করছি না, ও বাচ্চা মেয়ে বলে কটাক্ষ কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখের। পাল্টা বাম কংগ্রেসের জোটকে যোট বলে কটাক্ষ তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের। প্রসঙ্গত আগামী ১৯ শে জুন কালিগঞ্জ বিধানসভায় উপনির্বাচন। আর সোমবার ছিল সেই উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এদিন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখ কবী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে যান কালিগঞ্জ বিডিও অফিসে। তবে তার সঙ্গে থাকা কবী সমর্থকদের হাতে পিআইএমের দলীয় পতাকা থাকলেও স্থানীয় বা জেলার কোন বাম নেতৃত্বকে এদিন তার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেসের রাজ্য, জেলা সভাপতি সহ কংগ্রেসের নেতৃত্ব কবী সমর্থক ও অল্প কিছু সিপিএমের কবীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি মনোনয়ন জমা করেন। মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি জানান জেতার বিষয়ে তিনি আশাবাদী, পাশাপাশি বাম কংগ্রেস জোট বললেও এদিন দেখা যায় নি কোন সিপিএমের নেতৃত্বকে সে প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন এখনো পর্যন্ত দুদ লাগোচনা করে উত্তরে পারেনি তবে তারা সমর্থন জানিয়েছে আঁ শীঘ্রই বাম এবং কংগ্রেস একত্রিত ভাবে আলোচনা করে পরবর্তী ভোটারের নির্বাচনী প্রচার শুরু করবে। যদিও তিনি জানান এ বছর মার্জিন অনেকটা বাড়িয়ে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হবেন। অপরদিকে কালিগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীকে তিনি কিছুই মনে করছেন না বলে জানায় পাশাপাশি তারকে বাচ্চা মেয়ে বলেও আখ্যা দেন কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন। আর কংগ্রেস প্রার্থীর এই আখ্যাকে কার্যত পাল্টা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের আলিফা আহমেদ, তিনি বলেন উনি আমাকে কি ভাবে বচ্চা মেয়ে বলেছেন জানি না তবে রাজনৈতিক ভাবে আমিও দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আছি আমি রাজনৈতিক ঘরানার পরিবার থেকেই আছি, আমার বাবাও দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মী আমিও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পাশাপাশি বাম কংগ্রেসের এই জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন জোট আসলেই এরা এক হয়ে যোট পাকায় এটা কোন জোট নয়, পাশাপাশি তিনি বলেন কে কি বললো তাত্তো আমার নজরে নেই আমি জনসংযোগে ব্যস্ত মানুষ আমাদের সাথে ও পাশে আছে। তবে ভোটের দিন যত এগোচ্ছে ততই পারদ উঠছে রাজনৈতিক প্রচারে যদিও শেষ দিনের মনোনয়নে স্তব্ধ সিদ্ধ ভঙ্গিমায় কালিগঞ্জ বিধানসভা থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে উত্তাভতের ডাক দিয়েছেন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখ, তবে শেষ হাসি কে হাসবে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্তবাতা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৩ সংখ্যা, বুধবার ২০ জৈষ্ঠ ১৪৩২

পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে

যেকোনো সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্তস্তর, সাক্ষরতা, পড়া-লেখার ক্ষমতার চেয়েও বেশি কিছু - এটি ক্ষমতায়ন, সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতন নাগরিকত্বের পাসপোর্ট। সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে, সাক্ষরতার সাধনা দীর্ঘদিন ধরে তার পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (শ্ৰেঞ্জ) এবং অন্যান্য সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের হিসাবে রাজ্যের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৮০.৫ শতাংশ, যা জাতীয় গাড়ের প্রায় ৭৭.৭ শতাংশের এর চেয়ে সামান্য বেশি। এই পরিসংখ্যানটি প্রশংসনীয় হলেও, গল্পের কেবল একটি অংশই বলে। পশ্চিমবঙ্গ কয়েক দশক ধরে সাক্ষরতার উন্নতিতে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি অর্জন করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলি থেকে, যখন সাক্ষরতা সীমিত ছিল কিছু সুবিধাভোগীর মধ্যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে জনসংখ্যার বেশিরভাগেরই মৌলিক পঠন এবং লেখার দক্ষতা রয়েছে, এই যাত্রাটি রূপান্তরমূলক হয়েছে। সরকারি কর্মসূচি, সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ এবং শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টা - এই সবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এই উৎসাহব্যঞ্জক পরিসংখ্যানের পৃষ্ঠের নীচে আরও সুদ চিত্র লুকিয়ে আছে - যা গভীর বৈষম্য এবং ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলিকে প্রতিফলিত করে। প্রথমত, শিরোনামের সংখ্যাটি ভেঙে ফেলা গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ সাক্ষরতার হার প্রায় ৮৫.৬ শতাংশ, যেখানে নারী সাক্ষরতার হার ৭৫.৩ শতাংশ। যদিও লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে, এটি একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে। পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, বাল্যবিবাহ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ মেয়েদের পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনের সুযোগকে সীমিত করে ফেলেছে। সমতা আনার জন্য লক্ষ্যবস্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন - কেবল সংখ্যা নয়, উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক স্বাধীনতার মতো বাস্তব ফলাফলও। ভৌগোলিকভাবে, জেলাগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হারও তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়। কলকাতা, হাওড়া এবং বিধাননগরের মতো নগর কেন্দ্রগুলিতে সাক্ষরতার হার ৮৫ শতাংশ এরও বেশি, যার কারণ উন্নত পরিকাঠামো, মাথাপিছু আয়ও বেশি স্কুল ও তুলনামূলকভাবে উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। বিপরীতে, পুর্কুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে এখনও সংগ্রাম চলছে, যেখানে সাক্ষরতার হার এখনও ৭০ শতাংশের নিচে। এই জেলাগুলি কাদাকিচ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি - অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সীমিত স্কুল সুবিধা এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনও ইতিহ্য নেই এমন পরিবারগুলিতে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শতাংশ। সাক্ষরতার মান বিবেচনা করলে জটিলতার আরেকটি স্তর দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল এবং আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে নিজের নাম সাক্ষর করার বা মৌলিক সেবা পড়ার ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। কার্যকরী সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং সামাজিকভাবে চিত্তাভাবনা দক্ষতা আজকের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমের বার্ষিক শিক্ষার অবস্থা প্রতিবেদন (ASER) থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা তুলে ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী গ্রেড-উপযুক্ত স্তরে পড়তে পারে না যা মৌলিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যদিও তাদের ব্রহ্মক্ষিতদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, তাদের জীবন বা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতার অভাব রয়েছে। এর ফলে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যা তার সাফল্য সন্তোষ ও যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে। অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, পুরনো পাঠ্যক্রম এবং অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রায়শই শিক্ষার ফলাফলকে ব্যাহত করে। কিছু শহরে স্কুলে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের প্রবর্তন আশাব্যঞ্জক, কিন্তু এই অগ্রগতি এখনও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গকে যদি তার সাক্ষরতার হারকে জ্ঞান ক্ষমতায়নের একটি সত্যিকারের সূচকে রূপান্তরিত করতে হয় তবে এই ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা অপরিহার্য। ‘সবুজ সাথী’ (ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল), ‘কন্যাশ্রী’ (মেয়েদের জন্য আর্থিক সহায়তা) এবং মধ্যাঞ্চলভে প্রকরের মতো সরকারি উদ্যোগগুলি দেখিয়েছে যে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে কন্যাশ্রী প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং কিশোরী মেয়েদের মধ্যে হারের পড়ার হার কমাতে সাহায্য করেছে। তবে রাজ্যে আরও এগিয়ে যেতে হবে - প্রাণ্ডবয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু করা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণ করা প্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উপরন্তু, নাগরিক সমাজকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। র‍্যষ্ট্রবন্ধু প্রাশনই বার্ষ হই এমন স্থানে পৌঁছানোর ক্ষমতা এনজিও, সামাজিক সংগঠন এবং বেসরকারি নাগরিকদের রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক-ভিত্তিক শিক্ষাদান কর্মসূচি, আন্যায় গ্রন্থাগার এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা প্রচারণা প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে, বিশেষ করে উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে আছে। ৮০.৫ শতাংশ সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু বাকি ১৯.৫ শতাংশ - লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি -কে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনে অবদানের জন্য পরিচিত এই রাজ্যে, নিরক্ষরতার স্থায়িত্ব কেবল একটি শিক্ষাগত সমস্যা নয় - এটি একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব যার জরুরি প্রতিকার দাবি করে। যদিও আমাদের এই অগ্রগতি উদযাপন করতে হবে, আমরা আত্মভূষ্টির মুখোমুখি হতে পারি না। প্রকৃত সাক্ষরতা কোনও পরিসংখ্যান নয় - এটি একজন ব্যক্তির মর্যাদা এবং কর্তব্যের একটি জীৱন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাসের অংশ। সামনের পথ চ্যালেঞ্জিং, তবে এটি প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এবং মানবিক মূলধন রয়েছে যা কেবল পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনের জরুরি নয় বরং একবিংশ শতাব্দীতে সাক্ষরতার অর্থ কী তা পুনর্নিধারণ করার জন্য। এই লক্ষ্যটি স্বপ্ন না থেকে বরং একটি দৃঢ় মিশনে পরিণত হোক - শ্রেণীকক্ষ, সম্প্রদায় এবং প্রজন্মের মধ্যে।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারির কয়েকটি বাণী

- 
- জীবনে চলার পথে মানুষ যদি সাধুসঙ্গ করে তাহলে জীবন অনেক সুন্দর, পরিব্র ও মসুন হয়। মহাপুরুষ সাধক লোকনাথ বাবার কিছু অমূল্য বাণী আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

➡️ এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে বাবে উপেক্ষা করা চলে বা ছোট ভাবা যায়। প্রভটি সৃষ্টি বস্তু বা প্রাণী নিজ নিজ স্থলে স্বমহিমায় মহিমাষিত হয়ে আছে জানবি।

➡️ সেচতন হতে হবে। অচেতনাই জীবনের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরন্তর অভ্যাস এবং

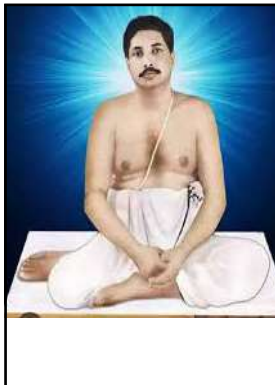
- চেষ্টার ফলে তাকে সচেতনতায় রূপান্তরিত করতে হবে।

➡️ কাম, ক্রোধ সব রিপূঁই অবচেনত মনের স্তরে স্তরে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সুযোগ পেলেই তারা প্রকাশ হয়, কারণ মানুষ তাদের অন্তিত্ব সস্বন্ধে সচেতন হয়। অচেতন মন রিপূঁেরে বয়যা ক্রীড়াকরে।

➡️ অহং চলে গেলে নিজের মনই নিজের গুরু হয়, সং ও অসং বিচার আসে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হলে শ্রদ্ধা হবে তাদের আশ্রয়, শ্রদ্ধা হবে যোনের বান্ধব এবং শ্রদ্ধাই হবে তাদের পাশে।

➡️ রঞ্ে, বনে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বি, আমাকে স্মরণ করবি, আমিই রক্ষা করবো।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

- 
- শাস্ত্রী সাংগ্হ করতৈ যাঁরা পারে না; উৎসাহী ক'রে, প্রবুদ্ধ ক'রে মানুষকে, এক নিঃশ্বাসে বুঝে কিং ত'রা সেবার্য মুঢ়, অন্তরে তা'রা সেন্যক্লিষ্ট, বিধা দুর্ধ্বল ওদার্যে। যাকে দিচ্ছ; যখনই দেয়ছ তোমার উপচরে যে অঙ্গ, সন্দেহ করেছ অসং-সংখ্যী, সেন্যব্যাপ্তিস্ত হয়ে উঠেছে প্রায়, সারধান হও, নতুবা, অচিরেই ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে তা'র। স্বার্থাক পরস্ব-লোলুপেরা প্রায়ঃ অকৃতজ্ঞ-বিনয়ী হ'য়ে থাকে, কপটি স্বর্ধ-লোলুপতায়, মিষ্টি ধ্বংস ক্ষতি-স্বার্থিহব্ধল ক'রে দাতাত্মে বিধস্ত করার বাহানাই দেখতে পাওয়া যায় তাদের প্রাশঃ ; অসং খড়িভাঙ্গ হ'তে

সাধবান থেকে; তা'রা ক্ষয় ও ক্ষতির অগ্রদূত। তোমার উপচরে স্তঃ-সক্রিয় যা'রা নয়, মুখে স্বর্ধ-অভিযানের বার্তা যা'দের সহজ; আলিঙ্গ্য-ভরা নিরীক্ষণ স্বার্থ বাগ্যত্বেই যাদের তৎপরতা; সন্দেহ ক'রে, তা'রা কিন্তু বৃশ্চিক-পরাণ, গতিও তেমনি তাদের।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একসময় তবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকিদ হিসেবে ঘোষিত ভারতের মাওবাদী আন্দোলন - যা নরশাল আন্দোলন নামেও পরিচিত - আজ তা হ্রাস পেয়েছে, খণ্ডিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য সংগ্রাম করছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে মাও সেতুং-এর বিপ্লবী আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নরশালবাড়িতে এক উগ্র কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে যা শুরু হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে মধ্য ও পূর্ব ভারতের বনাঞ্চলের সংকুচিত কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ একটি ক্ষয়িষ্ণু সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতে মাওবাদী রাজনীতির বার্থতা হঠাৎ করেই ঘটেনি, বরং দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভ-আত্ম দর্শিক অনড়তা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত। মাওবাদী মতাদর্শের মূলে ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রকে উৎখাত করার অঙ্গীকার, যেখানে গ্রামীণ দরিদ্রদের, বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়কে বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। গভীর বৈষম্য, ভূমিহীনতা এবং পদ্ধতিগত শোষণের জর্জরিত একটি দেশে, এই দৃষ্টিভঙ্গি একসময় একটি কাঁচা আবেদন রেখেছিল, বিশেষ করে সেইসব অঞ্চলে যেখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি দুর্বল বা গভীরভাবে শোষণমূলক ছিল। আন্দোলনের প্রাথমিক বছরগুলি বিপ্লবী উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল - কর্মীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিল, বঞ্চিত কৃষকদের একত্রিত করেছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারত আধুনিকীকরণ, উদারীকরণ এবং গণতন্ত্রীকরণের সাথে সাথে মাওবাদী রাজনীতির নৈতিক উচ্চতা এবং ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা উভয়ই হারতে শুরু করে। এই পতনের একটি প্রধান কারণ হলো ভারতীয় রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার দ্বৈত কৌশল। গত দুই দশক ধরে, প্রচারণ সরকারগুলি মাওবাদী-প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে অবকাঠামো, কল্যাণ মূলক প্রকল্প এবং লক্ষ্যবস্ত উপজাতি উন্নয়নে প্রায় বিনিয়োগ করেছে। একসময় বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট



পৌঁছেছে; মোবাইল সংযোগ এবং জনসেবা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে; এবং, গুরুত্বপূর্ণভাবে, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন আত্ম রও শক্তিশালী হয়েছে। অগ্রগতি অসম হলও, এই প্রচেষ্টাগুলি মাওবাদীদের নিজেদেরকে দরিদ্রদের একমাত্র চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিত্রিত করার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বাসদেরকে তারা মুক্ত করতে চেয়েছিল তারা বিপ্লব নয় বরং উন্নত স্কুল, হাসপাতাল এবং কর্মসংস্থানের দাবি করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে, রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত এবং সমন্বিত হয়ে উঠেছে। সিআরপিএফের মতো আধাসামরিক ইউনিটগুলির সহায়তায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ বাহিনী মাওবাদী সন্ত্রাসের শক্ত ঘাটগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়েছে। নেতৃত্বের শিরচ্ছেদ - শীর্ষকমান্ডারদের হত্যা বা গ্রেপ্তার - প্রচারণা ধারাবাহিকতা ব্যাহত করেছে। প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সহযোগিতার সহায়তায় গোয়েন্দা নেটওয়ার্কগুলি আনু্যবস

এবং গণ আক্রমণকে আরও কঠিন করে তুলেছে। যদিও এই সামরিকীকরণ পদ্ধতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি ভেতর থেকেই এসেছে। মাওবাদী নেতৃত্ব, প্রায়শই প্রত্যন্ত জঙ্গল শিবির থেকে পরিচালিত, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দাবি করা জনগণের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের কৌশল বা আদর্শকে খাপ খাইয়ে নিতে বার্থ হয়েছিল। বেসামরিক নাগরিক, অবকাঠামো এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার উপর তাদের ক্রমাগত নির্ভরতা অনেককে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি, স্কুল শিক্ষকদের হত্যা এবং রেলপথে বোমা হামলা জনসাধারণের সহানুভূতি হ্রাস করে ও আন্দোলনের মূলে একটি নৈতিক শূন্যতা প্রকাশ করে। অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব,

দলীয় স্তরের মধ্যে ভিন্নমত দমন ও শীর্ষ-নিচের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মডেল স্থবিরতা তৈরি করেছিল। সংলাপ, সংস্কার বা রাজনৈতিক উদ্ভাবনের কোনও জায়গা ছিল না - কেবল পুরানো স্লোগান এবং গোঁড়ামির পুনরাবৃত্তি। অধিকন্তু, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে যুক্ত হতে আন্দোলনের অস্বীকৃতি আত্মপরায়ে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি - যেমন সিপিআই(এম) এবং সিপিআই - সাংবিধানিক ব্যবস্থা়ার মধ্যে কাজ করার ও নির্বাচনের মাধ্যমে নীতি প্রভাবিত করার সিদ্ধান্ত নিলেও, মাওবাদীরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুর্জোয়া ও আপোসহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এই আদর্শিক অনড়তা তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি অন্ধ করে দিয়েছে ভারতের গণতন্ত্র, তার সমস্ত ক্রটি থাকা সত্ত্বেও, আলোচনা, অভিযোগ প্রতিকার এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য স্থান প্রদান করেছে। এটি উপেক্ষা করে, মাওবাদীরা নিজেদের আরও

প্রান্তিক করে তুলেছে, আরও শাস্তিপূর্ণ উপায়ে পদ্ধতিগত পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার সুযোগ হারিয়েছে। বিশ্বব্যাপী বামপন্থী রাজনীতির বৃহত্তর পতনও একটি ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিকতা থেকে কমিউনিজম ম্লান হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার বা রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে মাওবাদ তার আদর্শিক সমর্থন হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় মাওবাদীদের জন্য একসময়ের আদর্শিক আলোকবর্তিকা, চীনা রাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের সাথে পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। অনুকরণ করার মতো কোনও আন্তর্জাতিক মডেল আর ছিল না, বা শক্তি অর্জনের জন্য কোনও বিশ্বব্যাপী বামপন্থী পুনরুত্থানও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক ও কর্মীদের কাছ থেকে একসময় আন্দোলনে যে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক সমর্থন প্রবাহিত হয়েছিল তা শুকিয়ে যেতে শুরু করে। আজ, শিক্ষাবিদ এবং কর্মী মহলে

এমএসপি ও প্রতিবাদের রাজনীতি কৃষক আন্দোলন কীভাবে জাতীয় বিতর্কে নতুন রূপ দিয়েছে

নুনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ইয়া, যা একসময় কৃষি নীতিমালা এবং বাজেট পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে। প্রতিবাদী কৃষকদের কারিগরি দাবি হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা সময়ের সাথে সাথে গ্রামীণ প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ২০২০ সালের বিতর্কিত কৃষি আইন দ্বারা প্রথম প্রজ্জলিত বিশাল কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কয়েক মাস ধরে শাস্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার পর, এমএসপি এখন কেবল একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আর নেই। এটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, নির্বাচনী ভঙ্গি এবং ভারতীয় কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে, নুনতম সহায়ক মূল্য হল সরকার কর্তৃক নিশ্চিত মূল্য স্তর যেখানে এটি নির্দিষ্ট ফসল সংগ্রহের প্রতিক্রিতি দেয়, যার ফলে বাজারের অস্থিরতা নিরীশেষে কৃষকদের নুনতম আয় নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু বাস্তবে, নুনতম সহায়ক মূল্য দীর্ঘদিন ধরে অসম বাস্তবায়নের সম্মুখীন। কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশই - মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের কিছু অংশে - প্রকৃতপক্ষে নুনতম সহায়ক মূল্যে সরকারি ক্রয় থেকে উপকৃত হয়। ভারতের বেশিরভাগ কৃষকের কাছে, নুনতম সহায়ক মূল্য বাস্তবতার চেয়ে ধারণা হিসেবে বেশি বিদ্যমান। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে, এই পদ্ধতিগত বৈষম্যই কৃষকদের আন্দোলনকে জাতীয় চেতনায় উন্নীত করেছিল। ২০২০ সালের শেষের দিকে যখন হাজার হাজার কৃষক দিল্লির দিকে মিছিল করে, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সীমাত্ত অবস্থান করছিল, তখন স্পষ্ট ছিল যে কিছু একটা ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটছে। যদিও তাত্ক্ষণিকভাবে আশঙ্কা ছিল যে নতুন কৃষি আইন MSP এবং APMC ব্যবস্থার দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা জাল ভেঙে দেবে, তবুও গভীর অভিযোগ ছিল আত্ম, মর্যাদা এবং দশকের পর দশক ধরে নিঃশিত অহেলো হয়ে গেছে। MSP-র আইনি গ্যারান্টির সাথে আন্দোলনের সমাবেশের স্লোগান ছিল ওঠে - এমন একটি দাবি যা দ্রুত কেবল কৃষকদের মধ্যেই নয়, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশগুলির মধ্যেও আলোড়ন তুলেছিল। রাজনৈতিক মহলে এই বিপুল সমর্থন অলক্ষিত ছিল না। যদিও ক্ষমতাসীন বিজেপি প্রথমে এই প্রতিবাদকে বিরাটভাবে এবং রাজনৈতিক উদ্বেগজনোত্ত বলে দান করেছিল, কৃষকদের কাঠোরা, শৃঙ্খলা ও স্থিতিস্থাপকতা নাটকীয়ভাবে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। সরকার অবশেষে ২০২১ সালের নভেম্বরে কৃষি আইন বাতিল করে - যা একটি বিরল ঘটনা। তবে, MSP-র মূল বিসয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়, একেবারে নীচে থেকে যায়। এখন, এটি আবার রাজনৈতিক আলোচনায় ফুটে উঠছে, বিশেষ করে সাধারণ এবং রাজ্য নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে। এমএসপি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলগুলি মাধ্যমি ভোটারদের মধ্যে বিজেপির বিশ্বাসযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েছে, সরকারকে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। তারা তাদের ইশতেহারে এমএসপি গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন আইন প্রণয়নের দাবি করেছে যা এটিকে এছিক্ত সহায়তার পরিবর্তে একটি আইনি অধিকারে পরিণত করেছে। এদিকে, বিজেপি, বিক্ষোভ পুরুজ্জ্বলিত করার বিসয়ে সতর্ক থাকলেও আর্থিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক, আইনি সংহিতা ছাড়াই সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। এই সতর্ক ভারসাম্যমূলক আহ্বিতি দলের দৈত বাধ্যবাধকতাকে প্রতিফলিত করে কৃষক-বান্ধব হিসেবে তার ভাবমূর্তি বজায় রাখে, পাশাপাশি বৃদ্ধা বিবৃতিসমূহ এবং ক্রয়ের বোঝা সম্পর্কে সতর্ক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং কর্পোরেট আইদারদেরও সন্তুষ্ট করা। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন কেবল বাকবিতর্ক নয় - এর প্রভাব মাটিতেও রয়েছে। সাম্প্রতিক মারগুলিতে, বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, কৃষকরা আবারও MSP দাবির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্রটিগুলি উন্মোচিত করছে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে একটি সম্পূর্ণ আইনি গ্যারান্টি রাজস্বের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, নির্দিষ্ট ফসলের অতিরিক্ত উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং বাজারের গতিশীলতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। সমর্থকরা বিরোধীতা করেন যে কৃষিকে সম্পূর্ণরূপে বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না, বিশেষ করে এমন একটি দেশে যেখানে ৫০ এরও বেশি জনসংখ্যা জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। তাদের যুক্তি হল খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ভূমিকা প্রয়োজন। এমএসপি-র ‘আইনি গ্যারান্টি’ আলোকে কী বোঝায় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এটি অর্থ কি সরকার প্রতিটি যোগ্য ফসলের প্রতিটি কেজি এমএসপিতে কিনে নেবে? নাকি এর অর্থ হল যে কোনও বাজার বেনেনে এমএসপি সীমার নিচে ঘটতে পারবে না? উত্তরগুলি এখনও অস্পষ্ট, এবং নীতিনির্ধারণকা এখনও এমন একটি কাঠামো প্রদান করতে পারেননি যা কৃষক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। স্পষ্টভাবে অভাব কেবল রাজনৈতিক মেকেরনকে তীব্রতর করেছে। ইতিমধ্যে, মিডিয়ার বর্ণনা, একাডেমিক হস্তক্ষেপ এবং সুশীল সমাচের বিতর্কের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের আলোচনা আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হয়ে উঠেছে। সমালোচনা কৃষক নেতাদের ইতিহাবাহী দায়োনান্দে এড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলার এবং জনমত গঠনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই পরিবেশে, যেকোনো সরকারের নীরবতা বা অনুভূত পশ্চাদপসরণ দ্রুত বুদ্ধি পায়, যা প্রযুক্তিগত দিক্ধাকে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় পরিণত করে। কূটনৈতিকভাবেও, দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের বিক্ষোভের তুলে থাকাকালীন, আন্তর্জাতিক সেলিট্রিটি, প্রবাসী গোষ্ঠী এবং এমনকি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল মিডিয়া বিরাটী লক্ষ্য করেছিল। ভ্রাত যখন নিজেই একটি আধুনিক, বিনিয়োগকারী-বান্ধব গণতন্ত্র হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তখন অবরুদ্ধ বিক্ষোভমূল এবং কাদানে গুলিবর্ষণের চিত্রগুলি তার বক্তব্যকে শক্তিশালী করতে খুব কমই সাহায্য করেছে। অমীমাংসিত ধ্বঞ্জ বিতর্ক এই বোঝা বহন করে চলেছে, সরকারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ নীতিগত ভুলের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া তাকে পারে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

আগামী দিনে শক্তিক্ষেত্র এবং জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে

শ্বাসপ্রশ্বাস মাঠেই জীবন। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় গ্যাস অক্সিজেনের। আমরা হেস্টা এথেকে এটাই শিখে এসেছি। সাধারণ বিজ্ঞানও তাই বলে। একমাত্র উদ্ভিদই কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। সেই অক্সিজেন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। যে কোনও জীব এই প্রক্রিয়াতেই জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু না, এই সাধারণ জ্ঞানে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায় না। বরং বিদ্যুৎ তৈরি করতে করতে শ্বাস নেয় তারা। সম্প্রতি এমন এক বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন টেক্সাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকেরা। একটি জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, ‘ রেসপিরেশন’ বা বহিঃকোষীয় শ্বসন পদ্ধতিতে ওই ব্যাকটেরিয়ার প্রাণ বাঁচে। যার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। শ্বাসকার্যের সময় তাদের শরীর থেকে ইলেকট্রন বেরয় যা বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুতে পরিণত হয়। সেই কারণে আশপাশেব মনে হয় যে ব্যাকটেরিয়াটি বিদ্যু উপন্ন করছে। দীর্ঘ গবেষণার পর ব্যাকটেরিয়ার

শ্বাসক্রিয়ার নেপথ্যে এই পদ্ধতির কথা বুঝতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত বিকি বর্ণনা করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে আগামী দিনে শক্তিক্ষেত্র এবং জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরনের

হলে আধুনিক পৃথিবীতে বড়সড়

বিবর্তন অবশ্যান্তরী। দক্ষিণ

অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলে এক

সপ্তাহ ধরেই ছবিটা চোখে পড়ছে।

অন্যত্র সাঁতার কেটে পর্যন্ত চলাচল

করতে পারছে না জলজ প্রাণীরা।

ফলে হাঙর, মাছ-সহ বিভিন্ন প্রাণীর

মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। চিন্তা

দিনদিন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা এই

পরিস্থিতি দেখে অবাক। বলছেন,

এমন পরিস্থিতি আগে দেখেননি

তারা।টিক কি ঘটছে সমুদ্রের জলে?

স্পষ্ট করে বললে, জলের মধ্যে

একধরনের সর্বগ্রাসী ছত্রাক জন্ম

নিয়েছে। যা এমন হারে বংশবিস্তার

করছে, যা বিস্ময়করের সমান। এই

ছত্রাক শুধুই বিষ উপন্ন করে।

সমুদ্রের জল থেকে অক্সিজেন শুষে

নিতে থাকে, রং বদলে যায়। জলের

আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বেড়ে যায়।

আরও অনেক ক্ষতিই হয়। গবেষক

ভানেসা পিরোভা, ব্র্যাদ মার্টিনরা

বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছেন, আসলে

সমুদ্রের জলে নাইট্রোজেন বা

ফসফরাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে

এই বিপদ ঘটে। ছত্রাক এমনভাবে

জলের উপরিতল ঢেকে দেয় যে

সূর্যের আলো গ্রবেষ করতে পারে

না। দারেকবংশেষ ঘটতে পারে না

সামুদ্রিক উদ্ভিদে দল, অক্সিজেনের

অভাবে হয় শ্বাসকষ্ট। ফলে ধীরে

ধীরে মৃত্যু হয় তাদের। খাবারের

অভাবে ঘটে সামুদ্রিক প্রাণীদেরও

ভেঙে যায় জলের অভ্যন্তরের

খাদ্যশৃঙ্খল।

ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অতি তাপর্ষপূর্ণ। এদের বাঢ়িয়ে রাখার উপযুক্ত পরিবেশ জল-বাতাস নয়। দরকার সুপরিবাহী কোনও তলা কারণ, এর বাটার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই। দরকার বিদ্যুৎ। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই ব্যাকটেরিয়ার বাডবাডন্ত একটা সময়ে শক্তির অভাব মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়ে উঠবে। আর তা

বালুভূমিতে ছড়িয়ে ছোঁট-বড় নানা আকারের মাছ, সামুদ্রিক জীরের নিথর দেহ। অন্তত সাড়ে চার হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ‘ ব্লুম’ বা জলজ ছত্রাকের বিষাক্ত প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, জলের মধ্যে একটা বিষের চাদরের মতো এই ছত্রাক ছড়িয়ে পড়েছে। এতটাই তা

জীবনধারণের পক্ষে বাধা হয়ে

ফেলতে সক্ষম হয়ে উঠবে। আর তা

মহাকাশে ঘনাচ্ছে রহস্য! অজানা বস্তু পাঠাচ্ছে সংকেত, প্রতি ৪৪ মিনিটে

এই মহাবিশ্বে মানুষ কি একেবারে একলা? নাকি ব্রহ্মাণ্ডের অনান্যে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানুষের দোসর? এর উত্তর আজও মেলেনি। কিন্তু খোঁজ চলছে নিরন্তর। এই অবস্থায় এবার অস্ট্রেলিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন এক রহস্যময় মহাজাগতিক বস্তু। যেখান থেকে প্রতি ৪৪ মিনিটে রেডিও ও এক্স-রে সিগন্যাল এসে পৌঁছোছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংকেত থিরে ঘনাচ্ছে রহস্য।

অস্ট্রেলিয়ান স্কয়ার কিলোমিটার অ্যারে পাথফাইন্ডার ASKAP ও নাসার শক্তিশালী চন্দ্র এক্স-রে অবজার্ভেটরির সাহায্যে খোঁজ মিলেছে ASKAP J1৪32-০911-এরা। দেখা যাচ্ছে, সংকেতগুলি মিনিট দুয়েক স্থায়ী হচ্ছে। এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা ফিরে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কোনও চেনা নক্ষত্র বা মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে যেন মিল নেই এই বস্তুটির। সাধারণ ভাবে কোনও নক্ষত্র থেকে সংকেত এলে তা স্থায়ী হয় মিলিসেকেন্ড বা বড়জের এক সেকেন্ড। আবার প্রতি ৪৪ মিনিটের নিয়মিত ব্যরণানে তা ফিরে আসছে। এই প্যাটার্নের রহস্যে চোখ ধাঁধাচ্ছে বিজ্ঞানীদের। মনে করা হচ্ছে, এতদিনের চেনা কোনও মহাজাগতিক বস্তু নয় এটা। ফলতই তাঁরা উদ্বেজিতও। তাই এর চরিত্রকে দ্রুত বুঝতে চাইছেন তাঁরা। দেখতে চাইছেন, এর পিছনে কুকিয়ে কোন রহস্য। ভিন্নপ্রণে প্রাণ আছে কিনা, তা নিয়ে আগ্রহ আজকের নয়। সত্যজিভের শব্দ্ব কানিয়ে হোক কিংবা কোন আদিকালে এইজি ওয়েলসের উপন্যাস, বারবার অন্য গ্রন্থের প্রাণীদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সাহিত্যে-সিনেমায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এভাবেপারে কোনও নিশ্চিত ধারণা করে ওঠা যায়নি। শেষ পর্যন্ত এই রেডিও সিগন্যালই কি হয়ে উঠতে পারে ভিন্নপ্রহীদের অস্তিত্বের সবদা? আপাতত সেদিকেই চোখ রয়েছে সারা বিশ্বের মহাকাশপ্রেমী মানুষদের।

চাঁদের দুই পিঠ কেন দু’রকম? রহস্যভেদ করল নাসা

অনাদি অনন্ত মহাশূন্যের রহস্যভেদ করতে চায় মানুষ। অথচ নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদকেই এখনও পুরোপুরি চিনে ওঠা গেল না। যেমন চাঁদের দুই পিঠ। একে অপরের সঙ্গে তাদের পার্থক্যই ‘ উলটো পিঠে’র মতো প্রবাদের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কেন চাঁদের দুই পিঠ পরস্পরের চেয়ে এত আলাদা তা বহু বছর ধরেই ভাবিয়েছে বিজ্ঞানীরাে। এবার নাসার বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন এর কারণ। সম্প্রতি ‘ পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে এই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, এই বহু দিনের ‘বহু ধাঁধা’র সমাধান করে ফেলেছেন গবেষকরা। ২০১১ সালে নাসার GRAIL মিশনে দুই রোবোটিক স্পেসক্র্যাফট এর ও দ্বন্দ্ব চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়িয়ে চাঁদের সবচেয়ে বিস্তারিত অভিকর্ষ মাপনচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এই খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নিরীক্ষণ করে চলে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। বলে রাখা ভালো, আজ থেকে ৪৩০ কোটি বছর আগে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল একটি অতিকায় গ্রহাণু। সেই বিস্ফোরণ ছিল বিপুল।

ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল সিকার, নীচু এলাকায় জল জমে ভোগান্তি

সিকার, ৩ জুন : ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরে পেল রাজস্থানের সিকার। মঙ্গলবার সকালে সিকার জেলার বিভিন্ন অংশে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি সৌজন্যে স্বস্তি পেলেও, নীচু এলাকায় জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে স্থানীয় মানুষজনকে। স্থানীয় বাসিন্দা, যাত্রী এবং পথচারীরা অসুবিধার সম্মুখীন হন। আবহাওয়া দফতর থেকে আগাম সতর্কতা জারি করা সত্ত্বেও, মুঘলধারে বৃষ্টিপাত স্থানীয় প্রশাসনের বার্থতা প্রকট করে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেনছেন, সকাল থেকে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা ছিল এবং প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে কালভার্টের নীচে এবং নওয়ালগড় রোড জুড়ে জল জমে গিয়েছে। অপর একজন বলেছেন, গত চার-পাঁচ দিন ধরে এই সমস্যাটি একটানা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে নওয়ালগড় রোডে, সামান্য বৃষ্টি হলেই, সটিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় পুরো এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

রাম দরবারের ’প্রাণ প্রতিষ্ঠা’র অনুষ্ঠান শুরু, চলবে ৩ দিন

অযোধ্যা, ৩ জুন : সেজে উঠেছে অযোধ্যার রামমন্দির। শুরু হয়েছে ৩ দিনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আচার-অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার থেকে বসছে ‘ দরবার’। ৮টি মণ্ডিরে আট বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক নেতা এবং ভিআইপি-কে অমন্ত্রণ জানানো হারি। থাকবেন শুধু ধর্মগুরুরা।অযোধ্যায্য শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রথম ভ্রাতায় রাম দরবারের ’প্রাণ প্রতিষ্ঠা’র আচার শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে রামমন্দির চত্বরে। কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত মোদী ও প্যালাসিওস

নয়াদিল্লি, ২ জুন : নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। সোমবার হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। ২ জুন থেকে ৪ জুন পর্যন্ত তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। পরে রাজঘাটে গিয়ে জাতিসংঘের জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে এদিন সকালে ৩ দিনের সফরে দিল্লিতে পা রেখেছেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস।এটি সান্তিয়াগো পেনার প্রথম ভারত সফর এবং প্যারাগুয়ের কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিতীয়বারের ভারত সফর। ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে ভারতের জন্য একটি বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে প্যারাগুয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত এবং প্যারাগুয়ে বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়গুলিতেও একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রচার এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

শিশুসাহিত্য সমগ্র’-এর প্রশংসা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বেৰ

গুয়াহাটি, ২ জুন : শিশুসাহিত্য সমাজের আয়না। এটি শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিগনির্দেশনা দেয় এবং সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাবান্যাকে আরও গভীর করে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লী তালুকদার তাঁকে তাঁর ‘শিশুসাহিত্য সমগ্র’ বইয়ের একটি কপি উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, অসমে শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক অবদান রেখেছেন। তিনি এই সাহিত্যকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে বর্ণনা করে বলেন, এই বইটি অবশ্যই তাদের জন্য একটি অমূল্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রমাণিত হবে। লেখিকা প্রফুল্লী তালুকদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন তাদের সন্তান-সন্ততিদের মানসিক ও সৃজনশীলভাবে বিকাশ করতে পারে সেজন্য এ ধরনের সাহিত্য পড়তে উৎসাহিত করেন।

ভারতের ‘জাতীয় ভাষা’ নিয়ে দারুণ উত্তর কানিমোঝির, তারিফ স্পেনে



মাদ্রিদ, ৩ জুন : ভারতের জাতীয় ভাষা কি? স্পেনে গিয়ে এমনই প্রশ্নের মুখে পড়লেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তবে সবাইকে চমকে দিয়েছেন কানিমোঝি। তাঁর উত্তর ছিল ‘ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি’। বিবিধের মাঝে দেখা মিলন মহান। সাংসদের জবাব শুনে তারিফ করছেন স্পেনের কর্তাব্যক্তিরও। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি বলেছেন, আমরা স্পেনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, সিনেটের সঙ্গে দেখা করেছি, স্পেন ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সঙ্গেও আমাদের একটি বৈঠক হয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিন ছিল। এখানকার মানুষ ভারতে কি ঘটছে তা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা বিদেশমন্ত্রীর কাছ থেকে খুব ইতিবাচক প্রতিতিক্রিয়া পেয়েছি, যিনি ইতিমধ্যেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ভারত যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এর অবসান ঘটাতে চায় তখন তিনি আমাদের সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাশিয়া, লাটভিয়া, স্লোভেনিয়া, গ্রীস এবং স্পেন সফর শেষ করার পর, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বে সর্দদিয়া প্রতিনিধিখল ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি চেন্নাই পৌঁছেন, অন্য সদস্যরা আগামীকাল দিল্লিতে থাকবেন।

শশীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ব্রাসিলিয়ায়, তুলে ধরলেন সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ

ব্রাসিলিয়া, ৩ জুন : কংগ্রেস সাংসদ শশী ধাক্কর ও তাঁর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ব্রাজিলের ফেদারোটিও রিপাবলিকের হাউস প্রেসিডেন্ট জেরাশ্ভো অ্যালকমিনের সঙ্গে দেখা করেছেন। শশীর নেতৃত্বে সাংসদের প্রতিনিধি দল এখন ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় রয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধাক্কর নিজের প্রতিনিধি দল নিয়ে সেন্সার অফ ডেপুটিজে কমিটির বিদেশলৈকি হলে বিশেষ বিষয়ক ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সভাপতি ফেডারেল ডেপুটি ফিলিপ ব্যারোসের সঙ্গে দেখা করেন। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধাক্কর বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে আমরা সহহতি চাইছি। এই দেশগুলিতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল তারা কিছু বিষয় বোঝে, অন্যগুলি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অনেক দেশ স্বাভাবিকভাবেই সংলাপের পরামর্শ দেয়, কিন্তু যারা আপনার মাথার দিকে বন্দুক তাক করে সন্ত্রাসীদের সীমান্তে পাঠাচ্ছে তাদের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এটি একটি মৌলিক সমস্যা উপস্থাপন করে। তাদের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো ভেঙে ফেলা।

মালদা সংশোধনাগারে বন্দির মৃত্যু, ছড়ালো চাঞ্চল্য

দুর্ঘট বাতর্ঘ্য, মালদা, ৩ জুন : মালদা সংশোধনাগারে মৃত্যু হল এক বন্দির। মৃতের নাম প্রবীর মণ্ডল (২১)। মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁর মৃত্যু হয়। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে সে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, ৬১ মে হঠাৎ জেলের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই যুবক। তার প্রচণ্ড বমি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় সিগিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও শেষ রক্ষা হল না। মৃত যুবক মালদহ বেজার মানিকচাক থানা এলাকার ভূতনির বাসিন্দা। হোলির দিন জমিতে গবাদি পশু চুরকে পড়াকে কেন্দ্র করে দাদার সঙ্গে বচসা হয়। সেই সময় দাদাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খনের অভিযোগ ওঠে প্রবীর মণ্ডল ও তার মা, বাবা এবং বোনের বিরুদ্ধে।

Notice Inviting E-Tender
Tender Ref: AMTA-IAGP/E-NIT/02/25-৬& AMTA-IAGP/E-NIT/03/25-26 DATE: 29-05-2025
BID SUB. CLOSING DT: 09-06-2025 AT 11 AM
Technical bid opening DT: 11-06-2025 AT 11 AM
Tender ID- 2025_ZPHD_৪57592.1, 2025_ZPHD_৪57592.2, 2025_ZPHD_৪57592.3, 2025_ZPHD_৪57592.4, 2025_ZPHD_৪56533.1, 2025_ZPHD_৪56533.2, 2025_ZPHD_৪56533.3. Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhon, Anulia Gram Panchayat, AmtA-Block for implementation of Seven (07) No. work within Anulia Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (http://wbenders.gov.in & http://tender.wb.nc.in) and Office Notice Board. Sd/- Prodhon, Anulia Gram Panchayat

Name Change
I, Md Musad Ali Sk (Old Name) S/O- Niyamat Sekh, Resident at, Vill- Kanainagar Dkshinpara, Po- Kanainagar, Ps-Tehtatta, Nadia, 741155। I have changed my name to Mochad Sekh (New name)। I shall be known as Mochad Sekh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 03/06/2025 Md Musad Ali Sk and Mochad Sekh same and one identical person.

Name Change
I, Nuhu Seikh (Old name) S/O- Nijamat Sekh, Resident at, Vill- Ibrahimpur, Po & Ps-Bharatpur, Murshidabad, 742301। I have changed my name to Nuhu Nabi (New name)। I shall be known as Nuhu Nabi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 03/06/2025 Nuhu Seikh and Nuhu Nabi same and one identical person.

Name Change
I, Najimaddin Sk (Old Name) S/O- Sirajuddin Mondal resident of Nograje, Rajgharpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102, do hereby decralate that I have changed my name from Najimaddin Sk to Najimaddin Mondal and henceforth I shall be known as Najimaddin Mondal (new name) in all purpose. vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/06/2025. My name Najimaddin Mondal & Najimaddin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Nachhmani Bibi (Old Name) W/O-Md Nader Ali Sk resident of Vill & Po- Loknathpur , PS- Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189, do hereby decralate that I have changed my name from Nachhmani Bibi to Majafa Bibi and henceforth I shall be known as Majafa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/06/2025. My name Majafa Bibi & Nachhmani Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sirajuddin Sk (Old Name) S/O-Azim Mondal resident of Nograje, Rajd-harpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshid-abad, West Bengal, Pin- 742102, do hereby decralate that I have changed my name from Sirajuddin Sk to Sirajuddin Mondal and henceforth I shall be known as Sirajuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/06/2025. My name Sirajuddin Mondal & Sirajuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, SANAT SARDAR(Old Name) S/o Late Ananda Sardar resident of 18, New Mallick Colony (Location: Ari-adaha Patbari) of P.O. Ariadaha under P.S. Belghoria New, P.S. Dakshineswar, Kolkata-700057 WEST BENGAL, India have changed my name and shall henceforth be known as SRI SANAT SARKAR(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 08/04/2025. SANAT SARDAR(Old Name) and SRI SANAT SARKAR(New Name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Khairoun Nesha W/o Salim Khan Residing at Sodepur Pan Dukan, P.o - Sudarchak, P.s - Kultii, District - Padamch Bardhaman, Pin - 713360 West Bengal India shall henceforth be known as Khairun Nisha. I declare that Khairoun Nesha and Khairun Nisha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-06-2025.

Name Change
I, Aditi Pal W/o Subrata Manna Residing at Devaleoko Station City, 117, Shimitalta, Sonarpur Sonar Road, Rajpur Sonarpur, Po+Ps - Sonarpur, District - South 24 Par-ganas, Pin - 700150 West Bengal India shall henceforth be known as Aditi Pal Manna. I declare that Aditi Pal and Aditi Pal Manna is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-06-2025.

Name Change
I, Suparna Samanta (Old Name) W/o Sandip Banerjee Residing at Amar Basa 3 Flat No G1, Mandir Road, Behind Pepsi Factory, 310 Dakshin Madhya Fartabad, Vico+P.o - Garia, District- South 24 Par-ganas, Pin- 700084 West Bengal shall henceforth be known as Su-parna Banerjee (New Name) as de-clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 49/2025 Dated 03-06-2025. Suparna Samanta (Old Name) and Suparna Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, TANUSREE SEN DAS (Old Name) W/O PARTHA PRATIM DAS Residing at 5/1, Ahir Pukur 2nd Lane, P.S - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TANUSREE SEN (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Al-lipore vide affidavit no 275 dated 05-01-2010. TANUSREE SEN DAS (Old Name) and TANUS-REE SEN (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, শ্রী পূর্ণা রাটির বান্দা, পূর্ণা মহেশ্বরী, হাওড়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৫৭৬২১/২ নম্বর হলফনামার মাধ্যমে আমার পূর্বনি মেনো নিয়ে মহেশ্বরীকে পরিবর্তন করছি। এখন থেকে, আমি পূর্ণা মেনো এবং/অথবা পূর্ণা রাটির পরিবর্তে পূর্ণা মহেশ্বরী নামে পরিচিত হব এবং আমার সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সেই অনুযায়ী সংশোধন করা উচিত। আরও বলা হচ্ছে যে পূর্ণা রাতি, পূর্ণা মেনো এবং পূর্ণা মহেশ্বরী একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

গাছপ্রেমীদের জন্য সুখবর! এবার পছন্দের গাছ কিনতে পারেন বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, সকলেই চেনেন। যাকে বলা হয়ে থাকে গাছদের জগৎ। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাতির গাছ এখানেই পাওয়া যায়। তবে এবার গাছপ্রেমীদের জন্য আরও সুখবর রয়েছে বি গার্ডেনে কর্তৃপক্ষ



সকলের জন্য তা খুলে দিয়েছে। এখন থেকে সেখানে গিয়ে গাছ দেখার পাশাপাশি পছন্দের গাছের চারা কিনতেও পারবেন তমুনাজন। গত সপ্তাহ থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেটে শুরু হল বিরল প্রজাতির গাছ বিক্রি। রীতিমতো কাউন্টার তৈরি করে এই গাছ বিক্রি করা হচ্ছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেনের জয়েন্ট ডিরেক্টর দেবেন্দ্র সিং জানান, ‘বি গার্ডেনের ইতিহাসে এই প্রথম এই উদ্যোগ। যেখানে ভিজিটররা গাছ দেখার পাশাপাশি গার্ডেনে এসে তাঁদের পছন্দের গাছ কিনতেও পারবেন।’’ সোমবার বাদ দিয়ে সপ্তাহের যে কোনও দিন যেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেন খোলা থাকে, সেই দিনই গার্ডেনের গেটের কাছে কাউন্টার থেকে গাছ কিনতে

গাছগুলি বাড়ির ছাদে, বাগানে কিংবা ফাঁকা জমিতেও পুঁতে পারবেন। এখানে আপাতত ৭২ রকমের বা ৭২ প্রজাতির গাছ পাওয়া যাবে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের এই কাউন্টারে ২০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত গাছের চারা মজুত করে রাখা হয়েছে।বিভিন্ন গাছের সম্ভাব্য দামের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। যেমন ৫০ টাকায় পাওয়া যাবে রক্তচন্দ্র, ২০ টাকার নিম, ৩০ টাকা দামের কাঞ্চন, ৬০ টাকার তাল গাছের চারা কিনতে পাওয়া যাবে। এছাড়া ৫০ টাকার আম, ৫০ টাকার কলা গাছের মতো ফলের গাছের চারাও কিনতে পারবেন গাছপ্রেমীরা। কিন্তু বাজার থেকে গাছের চারা না কিনে কেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে

প্রজাতির গাছের চারা যেগুলি সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না। সেগুলিও এই কাউন্টারে এসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসা ভিজিটররা কিনতে পারবেন।’’ গার্ডেন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, বোটানিক্যাল গার্ডেনে টিকিট করে ঢোকার পরই ভিজিটররা এখানকার কাউন্টার থেকে গাছ কিনতে পারবেন। কেন এই ধরনের গাছের চারা বিক্রির উদ্যোগ নিল গার্ডেন প্রিন সংস্থা খণ্ডপত্রের (এব) উত্তরে জয়েন্ট ডিরেক্টর দেবেন্দ্র সিং জানান, ‘ প্রজাতির গাছকে বাঁচাতেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। বিরল প্রজাতির গাছকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করতে চাইছি। যাতে তারা এই গাছ পুঁতেল গাছগুলি সহজের মধ্যে থেকে বাঁচতে পারে।’হারিয়ে না যায়।’’

নয়া অভিযোগে আদানির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু আমেরিকার

মুদ্রা, ৩ জুন : গোপনে ইরান থেকে তেল আমদানি করেছে গৌতম আদানির সংস্থ। আদানি এঃ টারপ্রাইজ! নয়া এই অভিযোগ সামনে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে আমেরিকা। ইতিমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে সে দেশের বিচার বিভাগ। আমেরিকার প্রথম সারির একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে তেরনটাই জানা যাচ্ছে। যদিও আদানি এন্টারপ্রাইস এই অভিযোগ খণ্ডন করেছে। আমেরিকার ওই সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা গ্রা্হ না করেই গুজরাটের মুদ্রা বন্দরের মাধ্যমে গোপনে ইরান থেকে তেল আমদানি করেছে আদানি এন্টারপ্রাইজ। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি তেলের টাক্ষার সেখানে দেখা গিয়েছে। যদি এই অভিযোগ নস্যং করে আদানি এন্টারপ্রাইজের মুখপাত্র বলেন, ইরান থেকে গোপনে আমরা কোনও তেল আমদানি করিনি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইচ্ছাকৃতভাবে আদানি গোষ্ঠীর সুানম নষ্ট করার জন্য এধরণের যড়যন্ত্র করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন বিচারবিভাগ কর্তৃক যে তদন্তের কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পর্কেও আমরা বলতে নই। উল্লেখ্য, গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান থেকে তেল বা প্ট্রোটেকৈমিক্যাল পণ্য ক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যে সেগুলি এই নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করবে, তারা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়বে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। এই আবহে আদানির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওঠা এই নয়া অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমেরিকার পড়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত নভেম্বর মাসে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে। গৌতম, তাঁর ভাইপো সাগর এবং তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, প্রায় ২,২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে তাদের বিভিন্ন

দেবদত্তা মাঝিকে প্রথম হওয়ায় শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন : চলতি বছরে সর্বভারতীয় জমিট এন্ট্রাল আডভান্সড পরীক্ষায় পূর্ব বর্ধমানের দেবদত্তা মাঝি মেয়েদের মধ্যে দেশে ও আইআইটি খডগপুর জোনে প্রথম হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজ এন্ড্র হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি এরা আগের দেবদত্তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে তার সাফল্য কামনা করেছেন তিনি।

উপনির্বাচনের জন্য সবেতন ছুটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন : আগামী উনিশে জুন নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন রাজ্য সরকার সেখানকার সব সরকারি, আধা সরকারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চা বাগান সহ সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সবেতন ছুটি ঘোষনা করেছে। আজ অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় কোন ভোটা গ্রহন কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হলেও সংশ্লিষ্ট দিনে ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কার্যালয়ে সেক্টর অফিস, ভোটা গ্রহন কেন্দ্র বা ডিসি আরসি করা হবে সেখানে ১৮ তারিখেও ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে।

ভাসমান ফাঁড়ি আউটপোস্ট গঠনের মডিউল তৈরি উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন : সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুনিশ্চিত করতে ভাসমান ফাঁড়ি বা ফ্লোটিং আউটপোস্ট গঠনের মডিউল তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্মতারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে জানা গিয়েছেন।নতুন মডিউলের আওতায় নদী ও জলপথবর্তী সীমান্তে ভাসমান ফাঁড়ি গঠন করা হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত নিরাপত্তা পরিকাঠামো নির্মাণে জোর দেওয়া হবে বলেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

খড়দায় বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ জুন : পুলিশ অভিযানে পানিহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিমুনাথ দে-র ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী নইম আলি ওরফে নেপালির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্র। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে স্টেন গান, নাইট্রো-অ্যামুনেশন কার্তুজ। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী নইমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আদালতে হাজির করানো হবে। বাড়িতে মন অস্ত্রের খনি! কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ওই অস্ত্র। সেনাবাহিনীর নানা অস্ত্র ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে পাওয়া যায়। সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কামারহাটি ও খড়দা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। খড়হাড থানা এলাকার মৌলানা সেলিম রোডে নইমের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় অস্ত্র। এগুলো মধ্যে আছে- ১. ৪টি দেশি পাইপগান।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে মালবাহী বোঝাই বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ৩ জুন : রেল প্রশাসন কর্তৃক ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং সদর দপ্তর ও বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যবসায় উন্নয়ন ইউনিটগুলির সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে মালবাহী বোঝাই বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে, ২০২৫ সালের মে মাসে মোট ০.২৯৭ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করা হয়েছিল, যার ফলে ৬২.৪৪৫ কোটি টাকা আয় হয়েছিল।রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে, ২০২৫ সালের মে মাসে উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে মোট ০.২৯৭ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করা হয়েছিল, যা ২০২৪ সালের মে মাসে লোড করা ০.২৭৯ মিলিয়ন টন পণ্যের তুলনায় ৬.৪৫২ শতাংশ বেশি। ২০২৫ সালের মে মাসে মালবাহী পণ্য পরিবহন থেকে ১০.৪৪৫ কোটি টাকা আয় হবে। ৬২.৪৪৫ কোটি টাকা আয় হলে, যা ২০২৪ সালের মে মাসে মালবাহী পণ্য পরিবহন থেকে ২৮.২৮২ কোটি টাকার আয়ের চেয়ে ১৪.৭২ শতাংশ বেশি। উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে বিশ্ব পুরনো দিবস ২০২৫ প্রচারণার সময়, ৩১ মে, ০১ জুন এবং ০২ জুন ২০২৫ তারিখে জনগণকে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন

সমবায় সমিতিতে বিশাল জয় তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি নুলহাটিতে তৃণমূলের বিশাল জয়। সারা রাজ্যের সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ধারা অব্যাহত। পাশাপাশি নলহাটির ভদ্রপুর ১ নং পঞ্চায়েতে এর অধীন সমবায় সমিতির নির্বাচনেও সেই জয়ের ধারা বজায় থাকলো। জানা গেছে, ভদ্রপুর ১ নং অঞ্চলের সিমলান্দী সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিায় তৃণমূল কংগ্রেস এর ৬ জন প্রার্থী জয়লাভ করছেন। এদিন তাদের হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দিলেন নলহাটি ২ নং ব্লকের সি আই সাহেব। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিায় জয়লাভের জন্য সকল জয়ী সদস্যদের নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক ত্রিবিব ভট্টাচার্য।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাঙ্কা নতুন মহকুমা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ জুন : মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাঙ্কা নতুন মহকুমা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির পৌরহিত্যে আজ নবাবের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ফরাঙ্কা, সামশেরগঞ্জ, সূতি-১ ও ২ ব্লক নিয়ে গঠিত হচ্ছে এই নয়া মহকুমা। আগে এই চারটি ব্লক জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ব্যাপক জনসমষ্টি হওয়ায় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের এই বিস্তীর্ণ এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো সম্ভাষা হচ্ছিল। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি ফরাঙ্কায় নতুন মহকুমা গঠনের কথা ঘোষনা করেন। এর পরেই এবিষয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়। নতুন মহকুমায় বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে, ১০৯ টি চুক্তি ভিত্তিক পদ তৈরির সিদ্ধান্তেও আজ ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, অর্থ, আইন, পুর দপ্তরের ৩৩৬টি পদ সৃষ্টি এবং শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র রাজ্য মন্ত্রিসভার।এইদিকে তাকে কিছু না জানিয়ে সচিবের কথায় ফাইলে সই করে দেওয়ায় আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাঙ্কিতা চক্রবর্তীকে তীব্র ভর্তসনা করেন বলে জানা গিয়েছে।সব বিষয় তাকে জানানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে পাইপ বাস সেলেও বিভিন্ন জায়গায় জল সরবরাহ করা না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী পানিস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় কে দ্রুত জল সরবরাহ করার নির্দেশ দেন।

নিমণীঠে এক মাছ বিক্রেতার মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ জুন : সোমবার দুপুরে প্রতিবেশিকে খুন করে আত্মসমর্পণ করলো এক ব্যক্তি জয়নগরে।সোমবার দুপুরে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার দোসরা ভগবানপুর বর পাড়া শীতলা মন্দিরের মাঠে এক ব্যক্তির দেহ দেখতে পায় স্থানীয় মামুদজান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে নিমণীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃত ব্যক্তির নাম কুমার হালদার (৫৪),মৃত ব্যক্তির বাাি দোসরা ভগবানপুর এলাকায়।মৃত ব্যক্তি নিমণীঠ মাৰ্কেটে মাছ বিক্রি করতো।মৃতের ঘাড়ে ও বুকে কাঁদপানার দাগ রয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জায়গা জমি নিয়ে বলরাম অধিকারী নামে এক প্রতিবেশির সাথে বিবাদ ছিলো মৃতের।পুলিশ মৃতদেহ পুলিশ মর্গে রেখেছে।মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো। এদিকে এদিন বিকালে বলরাম অধিকারী নামে ওই প্রতিবেশী বকুলতলা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেট্রো ক্রীড়বিদদের সংবর্ধনা জানালেন জেনারেল ম্যানেজার



জন মেট্রো ক্রীড়াবিদকে আজ অর্থাৎ ০২.০৬.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানিয়েছেন।এই ২১ জন ক্রীড়াবিদের মধ্যে ৬ জন ব্রিজ, দাবা এবং টেবিল টেনিসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশের অন্য গৌরব বায়ে এনেছেন। এই ক্রীড়াবিদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী সুমিত মুখার্জি এবং শ্রী সাগ্নিক রায় (উভয়ই ব্রিজে), শ্রী সায়েন্স দাস এবং শ্রী মিত্রভা গুহ (উভয়ই দাবায়), মিস পয়মন্তী বৈশ্য এবং মিস মৌমিতা দত্ত (উভয়ই টেবিল টেনিসে)। শ্রী মিত্রভা গুহ ২০২৪-২৫ কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে রাণিটিপে বিভাগে প্রথম এবং ব্রিটিজ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। ২০২৪ সালে ব্রিকস গেমসে টেবিল টেনিস টিম ইভেন্টে মিস পয়মন্তী বৈশ্য এবং মিস মৌমিতা দত্ত তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।তাদের পাশাপাশি, শ্রী দেবব্রত মজুমদার (সেতু), শ্রী বিশ্বজিৎ হেমব্রম, মোঃ ফারাদিন আলী মোল্লা, উপমু মুখার্জি (ফুটবলে), শ্রী বিজয় সিং, শ্রী আকাশ পাণ্ডে, তৌফিক উদ্দিন মণ্ডল, শ্রী দেবোপ্রতিম হালদার, শ্রী অক্ষিত কুমার, শাকির হাবিব গান্ধী এবং শ্রী কৌশিক মাইতি (ক্রিকেটের সকলেই), শ্রী রোনক সিং, শ্রী রোশন পাঞ্চাল, শ্রী ওম স্তিতা প্রাসাদ এবং শ্রী বিনোদ রজক (বাস্কেটবলের সকলেই) বিভিন্ন জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করেছেন।এই সকল ক্রীড়াবিদকে আমাদের গর্ব বলে অভিহিত করে, জেনারেল ম্যানেজার তাদের সকলকে তাদের অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে ও তারা মেট্রো সম্প্রদায়কে গর্বিত করবেন এবং অন্যান্য ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবেন। এই অনুষ্ঠানে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের প্রার্থীকে আমি কিছু মনে করছি না, বাচ্চা মেয়ে বলে কটাক্ষ কালিগঞ্জের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ জুন : বাম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ২০২৫ এ কালীগঞ্জ বিধানসভা

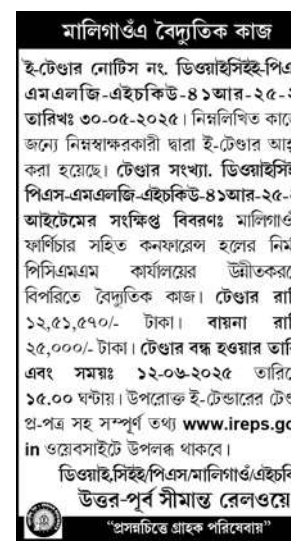


উপনির্বাচনে জয় যুক্ত হতে এসেছি। জয়ী আমরাই হবো। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থীকে আমরা কিছু মনেই করছি না, ও বাচ্চা মেয়ে বলে কটাক্ষ কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী কাবিল উদ্দীন শেখের। পাঠা বাম কংগ্রেসের জোটকে ঘোট বলে কটাক্ষ তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের। প্রসঙ্গত আগামী ১৯ শে জুন কালিগঞ্জ বিধানসভায় উপনির্বাচন। আর সোমবার ছিল সেই উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এদিন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে যান কালিগঞ্জ বিভিও অফিসে।

তবে তার সঙ্গে থাকা কর্মী সমর্থকদের হাতে পিআইএমের দলীয় পতাকা থাকলেও স্থানীয় বা জেলার কোন বাম নেতৃত্বকে এদিন তার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেসের রাজ্য, জেলা সভাপতি সহ কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর্মী সমর্থক

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তোপ দাগেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ জুন : সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, ‘ ধাঙ্গলাজ, খুনি সব তোমাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তোমাদের সঙ্গে নেই। ভোট হলে কাঁচকালা দেখিয়ে দেবো।’ সিঁদুর নিয়ে মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছিলেন শাহ। তার দাবি ছিল, ‘ তোষণের জন্যেই মমতা অপারেশন সিঁদুরের বিরোধিতা করেছেন।’ এ দিন কল্যাণ পাঠা প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ এল আর গুলি করে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেল! বিএসএফ কী করছিল? মোদী-শাহ ঘুমোচ্ছিলেন?’ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ দিন ‘ বলেও তোপ দাগেন কল্যাণ বলেন, ‘ অপদার্থ। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বুলু। অপারেশন মোদী, অপারেশন শাহ হয়ে যাবে। অপারেশন সিঁদুর করতে হলো কেন? ওদের ব্যবহার জনেই তো। অপারেশন বাংলা মানে আমাকে, আপনাকে মুন করতে চাইছে।’ রিগিং বন্ধ করতে পারলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানানত জঙ্গ হয়ে যাবে বলে কল্যাণ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কল্যাণ পাঠা ২০২৪-এর লোকসভা ভোটারে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপিকে। সে বার ‘আপ কি বার, ৪০০ প্য’ মোগান তুলেছিলেন শাহ। কিন্তু ২৪০-এই গুলিতে যায় গেরায়া শিবির। সে কথা স্মরণ করিয়ে কল্যাণ বলেন, ‘ শাহ নিয়ে মাস্টার, গুজরাট কম রিগিং করেছে! নির্বাচন কমিশন তো আমাদের লোক। হিম্মত থাকলেই ইন্সপেকশন করুক, দেখিয়ে দেব।’ পাঠা কল্যাণকে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতা প্রণয় রায়। তার কথায়, ‘আমার তো মনে হয়, পহেলাগমের জঙ্গিরা কেথায় আছে, তৃণমূলের নেতারা জানেনা। কারণ অনেক জঙ্গির কাজ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি আধার-ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। তাই বলছি, কল্যাণ বা তৃণমূলের নেতারা যদি জানেন, তাহলে বদে দিন জঙ্গিরা কেথায় আছে।’



ও অল্প কিছু সিপিএমের কর্মীদের কে সাথে নিয়ে তিনি মনোনয়ন জমা করেন। মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি জানান জেতার বিষয়ে তিনি আশাবাদী, পাশাপাশি বাম কংগ্রেস জোট বললেও এদিন দেখা যায় নি কোন সিপিএমের নেতৃত্বকে সে প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন এখনো পর্যন্ত দু দল আলোচনা করে উঠতে পারেনি তবে তারা সমর্থন জানিয়েছে অতি শীঘ্রই বাম এবং

কংগ্রেস একত্রিত ভাবে আলোচনা করে পরবর্তী ভোটার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবে। যদিও তিনি জানান এ বছর মার্জিন অনেকটা বাড়িয়ে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হবেন। অপরদিকে কালিগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীকে তিনি কিছুই মনে করছে না বলে জানায় পাশাপাশি তাকে বাচ্চা মেয়ে বলেও আখ্যা দেন কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন। আর কংগ্রেস প্রার্থীর এই অ্যা্যাকে কার্যত পাঠা কটাক্ষ করতে ছাডেননি তৃণমূলের আলিফা আহমেদ, তিনি বলেন উনি আমাকে কি ভাবে বচ্চা মেয়ে বলেছেন জানি না তবে রাজনৈতিক ভাবে আমিও দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আছি আমি রাজনৈতিক ঘরানার পরিবার থেকেই আছি, আমার বাবাও দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মী আমিও জনপ্রতিনিধী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পাশাপাশি বাম কংগ্রেসএর এই জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভোট

আসলেই এরা এক হয়ে ঘোট পাকায় এটা কোন জোট নয় পাশাপাশি তিনি বলেন কে কি বললো তাতে আমার নজর নেই আমি জনসংযোগে ব্যাস্ত মানুষ আমাদের সাথে ও পাশে আছে। তবে ভোটের দিন যত এগোচ্ছে ততই পারদ উঠছে রাজনৈতিক প্রচারে যদিও শেষ দিনের মনোনয়নে স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমায় কালিগঞ্জ বিধানসভা থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে উখাতের ঢাক দিয়েছেন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখ, তবে শেষ হাসি কে হাসবে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

বাথরুম থেকে উদ্ধার হল দেহ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুন : পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত দেবীপুর রেল স্টেশনের প্লটফর্মের বাথরুম থেকে দেহ উদ্ধার করে আর পি এফ ও জি আর পি পুলিশ। দেহ উদ্ধার হয় সোমবার। মৃত ব্যক্তির নাম অমল মুখার্জি। বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। বাড়ি দেবীপুর এলাকার আলিপুরে। স্থানীয়দের কাছে জানা যায় প্রতি দিন ভোরে রোজকার মত প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। মর্নিং ওয়াকের পরে প্লটফর্ম এর বাথরুমে গিয়েছিলেন। তারপরই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত এর জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।

Notice Inviting E-Tender
Tender Ref: AMTA-I/SGP/e-NIT-03/25-26 LAST DT. OF BID 06-06-2025 05:00PM TECH. OPENING DT 09-06-2025 10:00AM Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhnan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of FIVE (05) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (http://wbntenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board. Sd/- Prodhan Sirajbati Gram Panchayat

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং ০২/২০২৫/ডব্লিউ-৪ তারিখ : ৩০-০৫-২০২৫					
নিম্নলিখিত নিলামের জন্য জনসাধারণ/কর্মচারীদের কাছ থেকে সিলমুদ্র দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।					
লট	লট -এর বর্ণনা	ব্লক সেকশন/ কেএম	প্রতি বছরে রিজার্ভ মূল্য	অগ্রিম জমা দিতে হবে	
				রিজার্ভ মূল্যের ৫০%	বায়না মূল্যের ১০%
১	বুনিয়াদপুরে আম তোলার বিক্রয়। (তিন বছরের জন্য)।	বুনিয়াদপুর রেলওয়ে মাঠে ৪০০টি আম গাছ (পিএফ-২ এর পাশে ১৬৮টি এবং পিএফ-১ এর পাশে ২৩২টি)।	৩৩,৮৯৮/- টাকা	১৬,৯৪৯/- টাকা	৩,৬৮৯.৮০/- টাকা
নিলামের নথিগুলি অফিস চলাকালীন (শনিবার, রবিবার/ছুটির দিন ব্যতীত) ০২.০৬.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ পর্যন্ত ১৩.০০ টা পর্যন্ত ৫০০/- টাকা (টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য) + ৯০/- টাকা (টেন্ডার নথির মূল্যের উপর ১৮% জিএসটি) = মোট ৫৯০/- টাকা (পাঁচশ নব্বই মাত্র)-এর কাটিহারের প্রদেয় এফএএন্ডসিএও/এনএফআর/মালিগাও-এর নামে ডিমান্ড ড্রাফট জমা দিতে হবে, যা ফেরতযোগ্য হবে না। যথাযথভাবে সম্পন্ন নিলামের নথিপত্র ০৯.০৬.২০২৫ তারিখের ১১.০০ টা থেকে ১৬.০০ টা পর্যন্ত ডিভারএম/ডব্লিউ/কাটিহারের অফিসে রক্ষিত টেন্ডার ব্যাগে জমা দেওয়া যেতে পারে। টেন্ডার ব্যাগ বন্ধ হবে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখের ১৬:৩০ টায় এবং খোলা হবে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখের ১৬:৩০ টায় ডিভারএম/ডব্লিউ/কাটিহারের অফিসে। যদি টেন্ডার গ্রহণ এবং খোলার উপরোক্ত তারিখ ছুটির দিন, বন্ধ ইত্যাদি ঘোষণা করা হয়, তাহলে নির্ধারিত সময় অনুসারে পরবর্তী কর্মদিবসে টেন্ডার গ্রহণ এবং খোলা হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।					
সিনিয়র ডিইএম/।/কাটিহার					
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে					
গুরুত্বপূর্ণ নথি মনোবরণ দেওয়া					

<

দিনটা আমার ছিল না কার্লসেন

ওসলো, ৩ জুনঃ চৌমাটি খোপের পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নরওয়ের মাগানাস কার্লসেন। তাঁর প্রতিভা বা দক্ষতা নিয়ে অতি বড় সমালোচকও প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর মনোভাব ও ব্যবহার নিয়ে মাঝেমধ্যেই আলোচনা হয়। ফিডের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও এখন আর খেলেন না তিনি। কারণ কার্লসেন মনে করেন, সেখানে তাঁর খ্যাতি প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। একদিন আগে নরওয়ে চেজ টুর্নামেন্টে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের দেশমারাজু গুণকেশের কাছে হেরেছেন কার্লসেন। আর ভারতের ১৯ বছরের গ্র্যান্ডমাস্টাররের কাছে হারের পরই তিনি যে আচরণ করেছেন তা এখন দাবাবিশ্বের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। হারের পর টেবিলেই চাপড় মারেন নরওয়ের কিংবদন্তি। গুণকেশের কাছে হারের পর রীতিমতো অবাধ দেখাছিল কার্লসেনকে। সেই ম্যাচের একদিন পর মাগানাস আজ তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। গুণকেশের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, “বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শক্তি এবং লড়াই করার গুণাবলী তাকে জয় এনে দিয়েছে।” তবে পাশাপাশি কার্লসেন এটাও জানিয়েছেন যে, স্বাভাবিক দিনে তিনিই ম্যাচটি জিততেন। ৩৪ বছর বয়সি কার্লসেন ১৯ বছর বয়সি গুণকেশের কাছে টুর্নামেন্টের যষ্ঠ রাউন্ডে হেরে যাওয়ার পর, টেবিলে চাপড় মেরে নিজের হতাশা প্রকাশ করেন। যার ফলে ফুটিগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। এরপর গুণকেশের সঙ্গে কর্মরত করার পর অবশ্য তিনি ফুটিগুলি আবার বোর্ডে রেখে দেন। তবে, টেবিল ছাড়ার সময় কার্লসেনের মুখে অবিশ্বাস এবং হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল। সোমবার কার্লসেন বলেছেন, “আমার মনে হয়, আমি নিজেও সেই বয়সের ছিলাম। কখনও কখনও তোমার শক্তি, লড়াইয়ের গুণাবলী তোমাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। তুমি আশাবাদী হতেই পার, তবে তার মানে এই নয় যে, তোমার থেকে ভাল চাল কেউ দিতে পারে না। রবিবার রাতের প্রভাব এই কথা বলার সময়ও কার্লসেনের মুখে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল।”

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে পাঞ্জাব এফসিতে যোগ দিলেন বিজয়



চট্টীগড়, ৩ জুনঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পাঞ্জাব এফসি নতুন মরসুমের জন্য দলগঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। দলের রক্ষণভাগকে আরও মজবুত করতে দলে টেনেছে প্রতিভাবান ডিফেন্ডার বিজয় ভার্গিজকে। সদ্যসমাপ্ত আই-লিগ মরসুমে ইন্টার কাশীর হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখানোর পর তিনি এই বহু বছরের চুক্তিতে পাঞ্জাব এফসিতে যোগ দিলেন। এটি আইএসএলে তার প্রত্যাবর্তন হিসেবেও ধরা যেতে পারে। কেরালার তিরুবনন্তপুরমে জন্ম বিজয়ের। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ছিল। স্কুল জীবনে তিনি কেরালার কোভালম এফসির যুব দলে খেলা শুরু করেন। ২০১৮ সালে তিনি আন্তর্জাতিক স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে কেরালা দলের সদস্য হিসেবে ফাইনালে পৌঁছান এবং সেখানে ‘সেরা ডিফেন্ডার’ পুরস্কার জেতেন। এরপর তিনি স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার যুব লিগে খেলেন। ২০২১ সালে বিজয় কেরালা ব্লাস্টার্সের রিজার্ভ টিমে নাম লেখান এবং কেরালা প্রিমিয়ার লিগে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করার পর তিনি সিনিয়র টিমে ডাকা পান। তিনি ২০২১-২২ আইএসএল মরসুমে কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে ৫টি ম্যাচ খেলেন এবং তার অভিষেক ঘটে সেই বছরের ডুরান্ড কাপে। কেরালা

ব্লাস্টার্সে সময় কাটানোর পর বিজয় ভার্গিজ ২০২৩-২৪ মরসুমের আগে ইন্টার কাশীতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মোট ১২টি ম্যাচ খেলেন এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেকে একজন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পজিশনিং, বল কন্ট্রোল এবং ম্যাচ রিডিং ক্ষমতা প্রশংসিত হয়। পাঞ্জাব এফসি একটি যুব নির্ভর ক্লাব হিসেবে পরিচিত, যারা তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিয়ে গড়ে তোলে। বিজয় ভার্গিজের মতো প্রতিভাবান তরুণ ডিফেন্ডার এই ক্লাবের দর্শনের সঙ্গে ভালোভাবেই মানানসই। তিনি পাঞ্জাব এফসিতে এসে শুধুমাত্র নিজের খেলায় উন্নতি ঘটাবেন না, বরং আইএসএলে অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে ভবিষ্যতে একজন গুরুত্বপূর্ণ রক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবেন। তার পজিশন বোধ, বল রিভল্ট-আপে দক্ষতা এবং ডিফেন্স থেকে খেলা গড়ে তোলার ক্ষমতা পাঞ্জাবের রক্ষণভাগে নতুন মাত্রা যোগ করবে। ক্লাবের অভিজ্ঞ সেন্টার-ব্যাক ইভান নডোসেলেক এবং নিখিল প্রভুর সঙ্গে খেলে তিনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং নিজের দক্ষতা আরও ধারালো করতে পারবেন। এই সইয়ের মাধ্যমে পাঞ্জাব এফসি যেমন তাদের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করেছে, তেমনি বিজয় ভার্গিজের ক্যারিয়ারের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। তরুণ বয়সে আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা তাকে ভবিষ্যতে জাতীয় দলে খেলার দ্বার খুলে দিতে পারে। পাঞ্জাব এফসি আশা করছে, বিজয়ের সংযোজন দলকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলবে এবং তারা আসন্ন আইএসএল সিজনে আরও ভালো পারফর্ম করতে পারবে। বিজয়ের মতো উদীয়মান প্রতিভা যদি এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে তিনি ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত তারকা হয়ে উঠতে পারেন।

১৮ নম্বর জার্সি পরে বিতর্কের মুখে মুকেশ! সাফাই বিসিসিআইয়ের



মুম্বই, ৩ জুনঃ ভারতীয় পেসার মুকেশ কুমার সম্প্রতি জার্সি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। ক্যান্টারবেরিতে ভারত এ এবং ইংল্যান্ড লায়সের মধ্যে প্রথম অফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচে তিনি বিরাট কোহলির কিংবদন্তি নম্বর ১৮ জার্সি পরে মাঠে নামেন। মুকেশের পিঠে ১৮ নম্বর জার্সি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা ভক্তদের মধ্যে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অনেক ভক্ত এটিকে ভারতের অন্যতম কিংবদন্তি ক্রিকেটার বিরাট কোহলির প্রতি অসম্মান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া কোহলি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত গর্ব ও আবেগের সঙ্গে ১৮ নম্বর জার্সি পরেছেন। তাই মুকেশ নম্বরের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। মুকেশের ক্ষেত্রে, তিনি ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য সিনিয়র টেস্ট দলে নেই। ফলে ভারত এ ম্যাচে তাকে ১৮ নম্বর জার্সি দেওয়া হয়েছিল। তবে, তিনি যদি ভবিষ্যতে সিনিয়র দলে নির্বাচিত

হয়। তবে তিনি তার মূল নম্বর ৪৯-এ ফিরে যাবেন, যা তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অভিষেকের সময় পরেছিলেন। বিসিসিআই-এর একজন কর্মকর্তা পিটিআই-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, “মুকেশ লায়সের বিপক্ষে প্রথম ‘টেস্ট’ ম্যাচে ১৮ নম্বর জার্সি পরেছিলেন। কিন্তু ভারত এ দলের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নম্বর নেই, কারণ জার্সিতে নাম থাকে না। যে কেউ যেকোনো নম্বর বেছে নিতে পারেন। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য জার্সি নম্বরগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।” মুকেশ কুমার এই ঘটনার বিষয়ে নীরব রয়েছেন। সূত্রের খবর, তিনি জানতেন না যে এই ঘটনা এর বড় বিতর্কের জন্ম দেবে। এই ঘটনা ভক্তদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, বিসিসিআই-এর ব্যাখ্যা এই বিতর্কে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করেছে। তবে, কোহলির ১৮ নম্বর জার্সির প্রতি ভক্তদের আবেগ এবং এর সঙ্গে জড়িত স্মৃতি এই ঘটনাকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সেমিফাইনালে, ইগা স্নোয়াতেকের মুখে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা

প্যারিস, ৩ জুনঃ কঠিনতম ম্যাচ। এক সময় মনে হয়েছিল, মুঠো আলগা হয়ে যাচ্ছে হয়তো। উল্টো দিকে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু চাপ কাটিয়ে জিতলেন হাসতে হাসতে। সেমিফাইনালে পা রাখলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। ৭-৬ (৭-৬, ৬-৩ হারালেন জেং কুইনওয়েনকে। কোয়ার্টার ফাইনালের মতোই সাবালেঙ্কার শেষ চারের লড়াই হতে চলেছে কঠিন। তাঁর মুখে গতবারের ফরাসি

করতে হয়েছে। প্রথম সেটটা হারতে হারতে জিতেছেন। তার পরই আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন তিনি। দ্বিতীয় সেট জিতে নেন ৬-৩ সেটে। ম্যাচ জেতার পর সাবালেঙ্কা বলেছেন, “সত্যিই কঠিন লড়াই ছিল এটা। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, কীভাবে প্রথম সেটটাকে ফিরে এলাম। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটা জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।” স্নোয়াতেক আবার এলিনা সিতোলিনাকে হারিয়েছেন



ওপেনজরী ইগা স্নোয়াতেকের। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন ইগা স্নোয়াতেক ও এলিনা সিতোলিনা। সহজেই জিতেছেন স্নোয়াতেক। এ বছরের রোলী গারোয় অন্যতম ফেভারিট ধরা হচ্ছে সাবালেঙ্কাকে। বোলারদের টেনিস তারকা দূরন্ত ফর্মেও আছেন। এখনও একটু সেট হারাননি ফ্রেঞ্চ ওপেনে। যদিও জেংয়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই

কোয়ার্টার ফাইনালে। যদিও ওই ম্যাচ কঠিন ছিল না। ৬-১, ৭-৫ জিতেছেন স্নোয়াতেক। তবে মেয়েদের সেমিফাইনাল রোমহর্ষক হতে চলেছে। উজ্জ্বলা থাকবে পরতে পরতে। এই প্রজন্মের দুই সেরা তারকা নামছেন মুখোমুখি। কাল মেয়েদের কোয়ার্টার ফাইনালে নামবেন ম্যাডিসন কিং ও কোকা গাফ। অন্য কোয়ার্টারে খেলা মীরা আন্দ্রেভা-লেইস বোইসনের।

সাত মাস পর আর্জেন্টিনার অনুশীলনে মেসি



বুয়েনোস আইরেস, ৩ জুনঃ মায়ামি থেকে আর্জেন্টিনায় পৌঁছে বুয়েনোস আইরেস শহরের বাইরে অনুশীলন সেন্টারে সোমবার যোগ দেন মেসি। বিশ্বকাপজরী নায়ক আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবশেষ খেলেছেন গত নভেম্বরে। পেশির চোটের কারণে গত মার্চে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচগুলি খেলতে পারেননি এই মহানায়ক। আগে থেকেই শীর্ষে থাকা দল ওই সময়ই নিশ্চিত করে ফেলে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা। ইন্টার মায়ামির হয়ে দুর্দান্ত ফর্ম ও ছন্দকে সঙ্গী করে জাতীয় দলে যোগ দিলেন মেসি। আগের কিছুদিন অবশ্য কিছুটা বিবর্ণ ছিলেন ৩৭ বছর বয়সী তারকা। তবে সবশেষ দুই ম্যাচে তাকে দেখা গেছে চেনা মতো। মেজর লিগ সকারে গত বুধবার মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে দুটি গোল

করেন তিনি। পরে রবিবার কলম্বাস ব্লু বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয়ে দুটি গোল করা ছাড়াও বাকি তিনটি গোলেও ছিল তার অবদান। পরপর দুই সপ্তাহে ‘প্লেয়ার অব দ্য উইক’ স্বীকৃতিও পান। ভারতীয় সময় আগামী শুক্রবার সকালে চিলির মাঠে খেলার পর ১১ জুন সকালে নিজেদের মাঠে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এই দুটি ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারবেন না লিভারপুলের মিডফিল্ডার আলেক্সিস মাক আলিগেরা। ১৪ ম্যাচে ১০ জয় আর ১ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে একুয়েডর। উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ের পয়েন্ট সমান ২১।

লাল দুর্গে নোভাক জকোভিচের ‘সেখুরি’

প্যারিস, ৩ জুনঃ প্রথমবার চতুর্থ রাউন্ডে ওঁটা ব্রিটিশ খেলোয়াড় ক্যামেরন নরিকে সোমবার ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমের উড়িয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে পা রাখেন জকোভিচ। ফরাসি ওপেনে তার শতম জয় এটি। জকোভিচের চেয়ে বেশি জয় আছে এখানে কেবল একজনেরই। নামটি অনুমান করে নিতেও কারও সমস্যা হওয়ার কথা না। লাল দুর্গের অবিসংবাদিত সম্রাট ১৪ বারের শিরোপাজরী রাফায়েল নাদালের জয় এখানে ১১২টি। গত বছর এখানেই অলিম্পিকের সোনা জিতে ক্যারিয়ারকে পূর্ণতা দিয়েছেন জকোভিচ। রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজরী তারকা গত বছর একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে পারেননি। ২৫তম ট্রফির লড়াইয়ে থাকা ৩৮ বছর বয়সী তারকা সন্তুষ্ট নন জয়ের সেখুরি করেই। ফরাসি ওপেনের তিন ট্রফির সঙ্গে আরেকটি যোগ করতে তিনি

মরিয়া। “এই সংখ্যা অবশ্যই খুবই ভালো ও দারুণ। তবে ১০১তম জয়টি হতে পারে আরও ভালো! আমার জন্য এই টুর্নামেন্টে পথচলা শেষ

নয় এখনই। খুব ভালো অনুভব করছি এবং মনে হচ্ছে, এখানে আরও ইতিহাস গড়তে পারি। আশা করি, দিন দুয়েকের মধ্যে আরেকটি জয় এখানে পাব।” সেই ম্যাচে কোয়ার্টার-ফাইনালে

জকোভিচের প্রতিপক্ষ আলেক্সান্দার স্ফেরেফ। জার্মান এই তারকা গত আট বছরে সপ্তমবার ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলেন। কিন্তু প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা তার এখনও অধরা। স্ফেরেফকে যদি হারাতেও পারেন জকোভিচ, তার সামনে বড় বাধা হতে পারেন ইয়ানিক সিনার। গত ইউএস ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই ইতালিয়ান এখনও পর্যন্ত ফরাসি ওপেনের সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেননি। তবে ক্রে-কোর্টে এবার দুর্দান্ত ফর্মে আছেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা। চতুর্থ রাউন্ডে সিনার পাভাই দেননি রাশিয়ার আন্দ্রেই রুবলোভকে (৬-১, ৬-৩, ৬-৪)। এ দিন পঞ্চম বাছাই বৃটেনের জ্যাক ড্রাপারকে হারিয়ে চমক উপহার দেন কাজাখস্থানের আলেক্সান্দার বুবলিক।

ইয়ামালের মতো কাউকে কখনও দেখেননি লেভানডফস্কি

১৫ বছর বয়সী একজন এলেন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনে। আর্থিক কারণে বার্সেলোনার তখন যা পরিস্থিতি, তাতে মাঝেমধ্যেই এমন অনেক খেলোয়াড় আসছিল। তাদেরই একজন সম্পূর্ণ চমকে দেন রবের্ত লেভানডফস্কিকে। অভিজ্ঞ পোলিশ স্ট্রাইকার তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কখনও এমন কাউকে দেখেননি। সেই লামিনে ইয়ামাল এখন বার্সেলোনার আক্রমণের প্রাণ হয়ে উঠেছেন। লেভানডফস্কি নিশ্চিত তার পরামর্শ শুনলে অনেক বছর ফুটবলে রাজত্ব করবেন তরুণ স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

বার্সেলোনা, ৩ জুনঃ স্পেন ও বার্সেলোনার হয়ে দুর্দান্ত সময় কাটছে ইয়ামালের। ১৭ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় পায়ের কারিকুরিতে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন নিয়মিত। তাকে খুব কাছ থেকে দেখা লেভানডফস্কি স্প্যানিশ ক্রীড়া পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন ইয়ামালকে প্রথম দেখার অনুভূতি। “প্রথমবার যখন লামিনে আমদের সঙ্গে অনুশীলন করতে এলো, আমার মনে আছিল। তখন তার বয়স ছিল ১৫। এর আগে পর্যন্ত আমি কখনও এমন প্রতিভাবান কোনো খেলোয়াড় দেখিনি, বিশেষ করে এই বয়সে। সে এমন একজন খেলোয়াড় যার চিন্তা-ভাবনা খুবই পরিষ্কার, দেখে মনে হয় না তার বয়স কেবল ১৭। ট্যাকটিকস এবং মাঠে আমরা যেসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলি, সেগুলোর ব্যাপারে খুবই পরিণত।” লেভানডফস্কি নিশ্চিত আগামী মরসুমে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে ইয়ামালের। বিশেষ করে ১৮ পূর্ণ হওয়ার পর আরও কড়া ট্যাকল সামলাতে হতে পারে তাকে। “এই জুলাইয়ে তার বয়স হবে ১৮... আমার মনে হচ্ছে, এবার প্রতিপক্ষ তার বিপক্ষে আরেকটু কড়া হবে, তবে এটা স্বাভাবিক। তাই লামিনের এ বিষয়ে মাঠে একটি সমাধান বের করে নিতে হবে, সেটা বল পায় এবং বল ছাড়াও।” মাঠে নিয়মিত কথা বলেন লেভানডফস্কি। মাঠের বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও পরামর্শ দেন ৩৬ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকার। দীর্ঘ একটি



বয়সে কেউ প্রতি তিন দিনে ম্যাচ খেলে সেটাও এই পর্যায়ে, মোটেও সহজ নয়। নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার জন্য বিশ্রাম নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি এমন কোনো খেলোয়াড় দেখিনি যে ১৭ বা ১৮ বছর বয়সে এসবের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে।” লা

লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে বার্সেলোনা। রিয়াল মাদ্রিদকে দুটি ফাইনালে হারিয়ে জিতেছে কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা। মরসুমের শেষ দিকে ইয়ামালের সঙ্গে ২০২১ সাল পর্যন্ত নতুন চুক্তি করেছে বার্সেলোনা। কেউ কেউ এটাকে দেখছেন দলটির চতুর্থ শিরোপা হিসেবে, তাদের সঙ্গে একমত চলতানডফস্কি। “লামিনের সঙ্গে নতুন চুক্তি বার্সেলোনার জন্য আরেকটি ট্রফি কি না? হ্যাঁ। আমি মনে করি, লামিনে দুর্দান্ত এক প্রতিভা। আর মানসিকভাবে সে

এরই মধ্যে ২৩ বা ২৪ বছর বয়সী। আমি মনে করি, গত তিন মাসে সে অনেক উঁচু পর্যায়ে ফুটবল খেলেছে। যদি দলে লামিনের মতো একজন থাকে, যে ফুটবল নিয়ে অনেক কারিকুরি করতে পারে, সেই দল আক্রমণের দিক থেকে ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে যায়।” ইয়ামালের সামনে দীর্ঘ ক্যারিয়ার। এতো লম্বা পথ শীর্ষ পর্যায়ে থাকতে পরামর্শ দিলেন লেভানডফস্কি। বললেন, দিনের পর দিন ঘাম ঝরিয়ে যেতে। “আমি মনে করি, যদি লামিনের প্রশ্রমের ইচ্ছা থাকে, তাহলে কেবল এক বা দুই বছর নয়, পাঁচ, ছয় কিংবা সাত বছর, সে অনেক অনেক বছর শীর্ষ পর্যায়ে খেলতে পারবে এবং অনেক ট্রফি জিতবে।” কেউ কেউ এই বছর ইয়ামালের ব্যালন ডি’অর জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেভানডফস্কি খোঁচ মারলেন ব্যালন ডি’অরের নীতি নির্ধারকদের। “আর (ব্যালন ডি’অর) জেতার সম্ভাবনা আছে, অবশ্যই। তবে ব্যালন ডি’অরের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার আছে। এই বছরের জন্য তাদের যে নিয়ম তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রতি বছর তাদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকে। এটা নির্ভর করে কাকে বিজয়ী দেখতে তারা চায় এবং এই বছরের জন্য নিয়ম কী। যদি বার্সেলোনার কোনো খেলোয়াড় ব্যালন ডি’অর জেতে সেটা হবে দারুণ ব্যাপার। তবে দিন শেষে আমি নিশ্চিত নই, এই মরসুমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো কী।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● সপ্তম সংখ্যা ● ১ জুন ২০২৫

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ

● রোবোটিক সার্জারিতে হাঁটুর পরিবর্তন এখন সহজ সফল নিরাপদ

● হার্টের সমস্যা

● কোলেস্টেরল ও হৃদরোগ

● নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয় গেরিট্রাল অ্যাটাক

● কেমনে বাঁধিব মন

● দুগ্ধ দিবসের তাৎপর্য

● ডায়াবেটিসে মনে রাখা ও মেনে চলা

● ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ

● ডায়াবেটিসে পায়ের ক্ষতি

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পায়ের কোডটি স্ক্যান করুন